ভারত - অগ্রযাত্রা

Digital India
Power To Empower

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

MAKE IN INDIA

प्रधानमंत्री जन-धन योजना
जय भारत भाग्य विधाता

Skill India

Smart City
MISSION TRANSFORM-NATION

RuPay

mudra

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ
পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রণালয়

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন
ঢাকা

ভারত - অগ্রযাত্রা

सत्यमेव जयते

ভারতীয় হাই কমিশন

ঢাকা

বাণী

শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ
মন্ত্রী
পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভারত।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যখন মন্দার ঝুঁকিতে, ঠিক সেই সময় ভারত হতে যাচ্ছে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতির দেশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধে, ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.২% যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের সমান – যা প্রবৃদ্ধি অর্জনের স্থিতিশীলতারই প্রমাণ।

আইএমএফ-এর প্রাক্কলন মতে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে ভারতের জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির হার হবে যথাক্রমে ৭.২% ও ৭.৭%। বিশ্ব ব্যাংক আরও বেশি আশাবাদী হয়ে প্রাক্কলন করছে যে, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি হবে যথাক্রমে ৭.৬% ও ৭.৮%। ভারতীয় অর্থনীতির এই উল্লম্ফনের পেছনে ভূমিকা রেখেছে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত সরকারের গৃহীত নীতিমালা ও দৃঢ়সংকল্প; অবকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি; এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত প্রতিঘাতের প্রেক্ষিতে ভারতের রপ্তানী প্রবৃদ্ধি।

প্রস্তুতকরণ এবং নকশা ও উদ্ভাবনের উপর জোর দিয়ে গৃহীত "মেক ইন ইন্ডিয়া" (ভারতে প্রস্তুত করুন) উদ্যোগের লক্ষ্য হলো, দেশব্যাপী উদ্যোক্তা গড়ে তোলার চেতনাকে ছড়িয়ে দেয়া, জনগণ যাতে এর সুফল ভোগ করতে পারে – সেটাই যেখানে মূখ্য। সহজে বাণিজ্য করতে পারার উপর সরকার জোর দিচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে অনুমোদন প্রক্রিয়ার সহজিকরণ, ই-বিজ পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে প্রকল্প অনুমোদন এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের প্রক্রিয়া সরলীকরণ – এসবের মাধ্যমে দেশজুড়ে বাণিজ্যের মানসিকতার উল্লেখযোগ্য হারে উন্নতি ঘটেছে।

বেজলাইন প্রফিটেবিলিটি সূচকে বিশ্বের ১০৯টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১ নম্বরে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম-এর জরিপে বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির বৈশ্বিক সূচকে ১৬ ধাপ এগিয়ে ভারতের

অবস্থান বর্তমানে ৩৯তম। ইউএনআইডিও-র মতে, ৩ ধাপ এগিয়ে ভারত এখন বিশ্বের ৬ষ্ঠ বৃহত্তম প্রস্তুতকারক।

আধুনিক আবাসন নিশ্চিতকল্পে নগর আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় গতি আনবে স্মার্ট সিটিজ মিশন (আধুনিক নগর মিশন) ও হাউজিং ফর অল বাই ২০২২ (২০২২ সালের মধ্যে সবার জন্য আবাসন), যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

উদ্ভাবন বিকশিত করার জন্য দৃঢ় বাতাবরণ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে "স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া" (শুরু করো ভারত) উদ্যোগ। ভারতের ৫৪% জনগোষ্ঠী ২৫ বছরের কমবয়সী এবং দেশের ৬২% জনগোষ্ঠীই কর্মক্ষম। "স্কিল ইন্ডিয়া" (দক্ষ ভারত) উদ্যোগ সকল ভারতীয়কেই তাদের নিজেদের ও পরিবারের জন্য শ্রেয়তর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে ও সেই স্বপ্ন পূরণ করতে শেখায়।

"পাওয়ার ফর অল" (সবার জন্য বিদ্যুৎ) উদ্যোগের মাধ্যমে, সরকার ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মধ্যে ২৪/৭ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত করতে চায় সকল বসতবাড়ি, কলকারখানা, বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ, কৃষি খামার, এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় এমন সকল প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনায়। সরকার দেউলিয়া অবস্থার নির্দিষ্ট মেয়াদী মিমাংসা নিশ্চিত করতে দেউলিয়া আইন পাশ করেছে, ভারতের জনগণের অবারিত সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তির সঠিক মূল্যায়নের জন্য জাতীয় মেধাস্বত্ব নীতিমালা পাশ করেছে, যাতে সবার জন্য উন্নততর ও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যত বিনির্মাণে এই উদ্যমের যথাযথ ব্যবহার ও সঠিক খাতে ব্যবহার করা যায়।

দেশকে ডিজিটাল শক্তি-সমৃদ্ধ সমাজ ও একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ অর্থনীতিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগ। আগামী ৪ বছরের মধ্যে কর্পোরেট কর ৩০% থেকে ২৫%-এ কমিয়ে আনার জন্য একটি সোজাসাপ্টা পথনির্দেশ গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্বে আরোপিত "মিনিমাম অলটারনেটিভ ট্যাক্স - এমএটি" (ন্যূনতম বিকল্প কর) বৈদেশিক অর্থায়ন বাধাগ্রস্থ করতো বিধায় তা মওকুফ করা হয়েছে এবং সরকার সাফল্যের সাথে "গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স – জিএসটি" (পণ্য ও সেবা কর) সাফল্যের সাথে অনুমোদন করতে সক্ষম হয়েছে, যা ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে কার্যকর হবে।

ভারতে ভ্রমণ সহজ করতে, সরকার ই-ভিসা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ বছর ই-ভিসা প্রকল্পের সুবিধাভোগী দেশের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬১-তে। ই-ভিসা প্রকল্প চালু করার পর থেকে ভারতে পর্যটকদের পদচারণা দারুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালে প্রায় ৯০ লক্ষর কাছাকাছি পর্যটক ভারত ভ্রমণ করেছেন।

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) জন্য ভারত বিশ্বের সবচেয়ে উদার দেশসমূহের একটি। ৯২% খাতে বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি

বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদিত। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ভারতে বৈদেশিক বিনিয়োগ ৫৫.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ৫৩% বেশি। ২০১৬ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর সময়কালে আমরা ৩৬.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ অর্জন করেছি, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ২২% বেশি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে, সরকার ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন বোর্ড বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাবসমূহ যাঁচাই-বাছাইয়ের জন্য এর স্থলে একটি নতুন কাঠামো স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে।

আমরা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চলেছি এবং আমাদের মূল্যস্ফিতির হার নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে। আমরা যথেষ্ঠ সমৃদ্ধ বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলসহ একটি স্থিতিশীল বাহ্যিক খাত গঠন করতে পেরেছি। ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভারতকে প্রস্তুত রাখার লক্ষ্যেই আমাদের সকল পুনর্গঠন প্রচেষ্টা ও গুরুত্বপুর্ণ উদ্যোগ।

বাণিজ্য অনুকূল সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সুদক্ষ সরকার ও বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রতিযোগী রাজ্যসমূহের অংশগ্রহণে ভারতের সাফল্যগাথায় এমন সুসময় এর আগে আর আসেনি। আমি আশাবাদী যে, আমাদের প্রকাশনা "ইন্ডিয়া সার্জিং অ্যাহেড", ভারত সম্পর্কে আপনার ধারণাকে সমৃদ্ধ করবে এবং এই দেশ আপনাদের যে বাণিজ্য সুবিধাদি প্রস্তাব করছে, তা বুঝতে সহায়তা করবে।

(সুষমা স্বরাজ)
৫ মে ২০১৭

অর্থনীতি

- **২ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি**
- ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.৯% হারে, যা বিশ্বের দ্রুততম।
- ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের তৃতীয়াংশে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭% হারে
- জিডিপি-তে খাতওয়ারি অবদান
  - কৃষি – ১৭.৫%
  - শিল্প – ২৯.৬% (উৎপাদনমুখী – ১৬.৬%)
  - সেবা – ৫৩%
- সহনীয় মূদ্রাস্ফিতি @ ৪-৫%
- জনসংখ্যা – ১২৫ কোটি
- বর্তমান একাউন্ট ঘাটতি – জিডিপি'র ০.৭% (২০১৬); ২০১৭ সালে প্রত্যাশিত – ১.৩%।
- এফডিআই – ৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৫-১৬); ৩৫.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (এপ্রিল- ডিসেম্বর ২০১৬)
- বৈদেশিক রপ্তানী – ৩৬৯.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (মার্চ ২০১৭)
- জিডিপিতে সরকারি ঋণ @ ৬৭%; জিডিপিতে গৃহস্থালী ঋণ – ১০.১%
- বেকারত্বের হার – ৪.৯%; শ্রমিক অংশগ্রহণের হার ৫২.৫%
- বাণিজ্য (২০১৬-১৭): রপ্তানী – ২৭৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; আমদানী – ৩৮০.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার – ৬.৫%; ব্যাংক ঋণের হার – ৯.১-৯.৬%
- ক্রেডিট রেটিং:
  - ✓ মুডি'স : বিএএ৩ (ধনাত্মক)
  - ✓ এসএন্ডপি : বিবিবি- (স্থিতিশীল)

অর্থনৈতিক পূর্বাভাষ

- বিশ্বব্যাংক: ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য ভারতের প্রবৃদ্ধি ৭% হারে "এখন পর্যন্ত বলিষ্ঠ" মূদ্রামাণ হ্রাস সত্ত্বেও... ২০১৮ সালে ভারত ৭.৬% হারে এবং ২০১৯ সালে ৭.৮% হারে গতিবেগ ধরে রাখতে পারবে
- মূদ্রামাণ হ্রাসের প্রভাব:
  - বিশ্বব্যাংক: ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তারল্য বৃদ্ধি সহায়তা; ঋণের হারের নিম্নগামিতা রোধ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দৃঢ়করণ।
  - মুডি'স: কর ফাঁকির হার ও দুর্নীতি কমানোর মাধ্যমে ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ

২০১৮ সাল পর্যন্ত আইএমএফ-এর পূর্বাভাষ

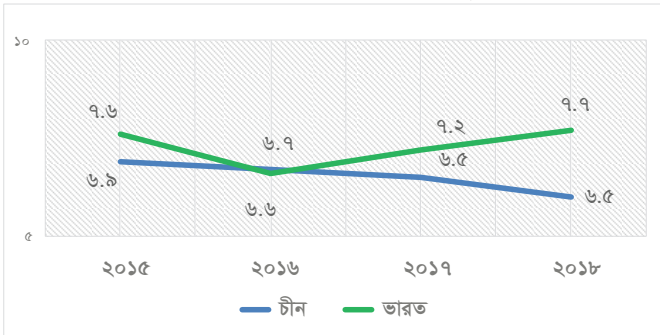

তারুণ্য-নির্ভর জনমিতি

- গড়ে ২৯ বছর বয়সী... ৪ কোটি ৭০ লক্ষ উদ্বৃত্ত জনশক্তি নিয়ে ২০২০ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তরুণতম দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে, যেখানে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি যথাক্রমে ১ কোটি ও ১ কোটি ৭০ লক্ষ।

- ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের জনশক্তির গড় বয়স হবে ৩২ বছর। তুলনামূলকভাবে, একই সময় চীনা জনশক্তির গড় বয়স হবে ৪৩ বছর এবং যুক্তরাষ্ট্রের হবে ৩৯ বছর।

- তারুণ্য নির্ভর জনমিতি: একটি সম্ভাবনার জানালা –
  - ✓ শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে
  - ✓ স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে
  - ✓ পরিষেবা খাত হতে রাজস্ব বৃদ্ধিতে
  - ✓ সঞ্চয় বৃদ্ধিতে; এবং
  - ✓ কর্মজীবী জনগোষ্ঠীর উপর পুরাতন বাসিন্দাদের বোঝা কমাতে

- অনন্য জনমিতিক বৈশিষ্ট্য ও পরিকল্পিত প্রচেষ্টার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে আগামী ১০-১৫ বছরের মধ্যে ভারত নিজেদেরকে উন্নত অর্থনীতির দেশের কাতারে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে

২০২০ সালের মধ্যে শ্রমশক্তি উদ্বৃত্ত / ঘাটতি (মিলিয়ন)

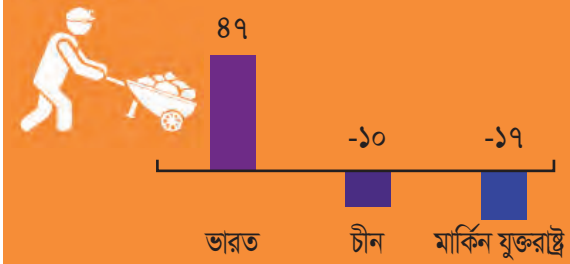

২০৩০ সালের মধ্যে সম্ভাব্য মধ্য বয়সীমা (বৎসর)

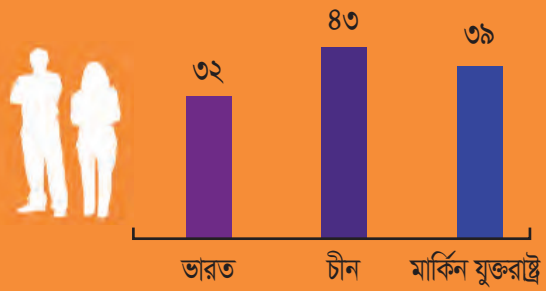

ব্যবসায় সহজীকরণ

- এক কেন্দ্রীক ছাড়করণ, কেন্দ্রীয় সরকারের ২০টি পরিষেবা ই-বিজ পোর্টালের সঙ্গে সমন্বিত। অন্ধ্র প্রদেশের ১৪টি, উড়িষ্যার ১৪টি, এবং এনসিটি দিল্লির ২টি ই-বিজের সঙ্গে সমন্বিত।
- **সহযোগিতামূলক ও প্রতিযোগিতামূলক কেন্দ্রীয়-তন্ত্র:**
  - রাজ্যের নিকট বৃহত্তর অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ – বিভাজ্য কর মোর্চার ৪২% শেয়ার রাজ্যের জন্য বরাদ্দ।
  - ব্যবসায় সহজীকরণের ৮টি প্রধান সূচক বিষয়ে রাজ্যসমূহের মূল্যায়ন
- **পণ্য ও সেবা কর** সংসদে অনুমোদিত... যা জুলাই ২০১৭ হতে কার্যকর হয়েছে।
- নতুন দেউলিয়া আইন পাশ করা হয়েছে।
- নতুন আইপিআর নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছে।
- বিনিয়োগকারী সহায়তা কেন্দ্র – ইনভেস্ট ইন্ডিয়া, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোনো একটি ব্যবসায়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের দিকনির্দেশনা দেয়া, সহায়তা করা ও হাতেকলমে সহায়তা করার জন্য।
- কর্পোরেট ট্যাক্স ৩০% থেকে কমিয়ে ২৫% করার জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটের উল্লেখযোগ্য দিক:

- বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়ন বোর্ড (এফআইপিবি) বিলুপ্ত করা হবে... যেহেতু সকল এফডিআই-এর ৯২% স্বয়ংক্রিয় পথে অনুমোদন করা হয়।
- আইনগত পুনর্গঠনকে সহজ ও যৌক্তিক করা হবে এবং বিদ্যমান শ্রম আইনকে মজুরী, শিল্প সম্পর্ক, সামাজিক নিরাপত্তা ও সম্পর্ক এবং কর্মপরিবেশ এই ৪টি ধারায় সমন্বয় করা হবে
- **ন্যূনতম বিকল্প কর (এমএটি)** সঞ্চয়ের জের ১৫ বছর পর্যন্ত টানা যাবে (যা বর্তমানে ১০ বছর পর্যন্ত টানা যায়)।
- ৫০ কোটি পর্যন্ত বার্ষিক বিনিয়োগ আছে এমন ছোট কোম্পানীগুলোর জন্য কর্পোরেট ট্যাক্স **২৫% পর্যন্ত নামিয়ে আনা**
- রেয়াতি কর: ইসিবি/ সরকারি সিকিউরিটিজ'এ বৈদেশিক ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠানের **অর্জিত সুদের উপর ৫% হারে কর কর্তন** প্রযোজ্য হবে যা ৩০.০৬.২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত এবং মাসালা বন্ড-এর উপরও সম্প্রসারিত।

ব্যবসায় সহজীকরণ...২

- ব্যবসায় সহজীকরণ-এর অংশ হিসেবে, মেক-ইন-ইন্ডিয়া (এমএমআই) কার্যক্রমের সূচনা করা হয় ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪।
- যে সকল বিষয়ে **এমএমআই** দৃষ্টি দেয়:
  - ব্যবসায়-বান্ধব নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ নিশ্চিত করা, নতুন উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, দক্ষতা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করা, মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করা এবং সর্বোৎকৃষ্ট নির্মাণ অবকাঠামো তৈরি করার মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা।
  - ২০২২ সালের মধ্যে জিডিপি'তে পণ্য উৎপাদনের হার ১৬% থেকে ২৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা
  - ২০২২ সালের মধ্যে ১০ কোটি অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি
  - সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) পরিচালন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার।
  - **২৫টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে:** মোটরগাড়ি, মোটরগাড়ির যন্ত্রাংশ, উড়োজাহাজ, জৈব-প্রযুক্তি, রাসায়নিক পদার্থ, নির্মাণ, প্রতিরক্ষা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাদি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য প্রযুক্তি ও ব্যবসায় প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা, চামড়া, গণমাধ্যম ও বিনোদন, খনি সংক্রান্ত, তেল ও গ্যাস, ঔষধ প্রস্তুতকরণ, বন্দর ও নৌ-পরিবহন, রেলওয়ে, পুনর্নবায়নযোগ্য জ্বালানী, সড়ক, মহাকাশ, বয়ন ও বস্ত্রশিল্প, তাপ-বিদ্যুৎ, পর্যটন ও আতিথেয়তা এবং স্বাস্থ্য।

পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করার জন্য ও ভারতকে পণ্য উৎপাদনের একটি বৈশ্বিক ঠিকানায় পরিণত করার জন্য একটি পঞ্চমুখী করিডোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে:

১. অমৃতসর-কোলকাতা শিল্প করিডোর
২. ব্যাঙ্গালুরু-মুম্বাই অর্থনৈতিক করিডোর
৩. চেন্নাই-ব্যাঙ্গালুরু শিল্প করিডোর
৪. দিল্লী-মুম্বাই শিল্প করিডোর
৫. ভিজাগ- চেন্নাই শিল্প করিডোর

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ

- সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগে বিশ্বের একনম্বর পছন্দ
- বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে উদার অর্থনীতি
- এফডিআই ইকুইটি (এপ্রিল–ডিসেম্বর ২০১৬): ৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (+২২%)
- ৬.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের জাতীয় বিনিয়োগ ও অবকাঠামো তহবিল (এনআইআইএফ) গঠন করা হয়েছে।

- প্রাথমিক মূনাফাযোগ্যতা সূচকে (বিপিআই) বিশ্বের ১১০টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১ নম্বরে।

বিপিআই র‍্যাংকিং (২০১৫)

ভারত	:	১
যুক্তরাষ্ট্র	:	৫০
চীন	:	৬৫
ব্রাজিল	:	৯৯
রাশিয়া	:	১০৮

যে যে বিষয়ের উপর সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের সাফল্য নির্ভর করে:

- সম্পদের মূল্যমানের প্রবৃদ্ধি
- মালিকানাধীন সম্পদের মূল্যমান ধরে রাখা
- প্রবাসী মূনাফা সহজীকরণ

"বিপিআই সূচক অনুসারে, বিনিয়োগকারীদের জন্য ভারত সবচেয়ে আদর্শ জায়গা"

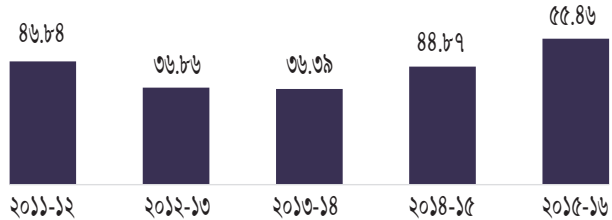

১০০% বৈদেশিক বাণিজ্য অনুমোদিত হয়েছে, ৯২% ক্ষেত্রে, যার মধ্যে রয়েছে:

- শিল্প পার্ক, পূর্ত (ভবন) নির্মাণ।
- রেলওয়ে, টেলিকম, প্রতিরক্ষা এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস খনি অনুসন্ধান/ উত্তোলন।
- বিমানবন্দর, গ্রিনফিল্ড ও ব্রাউনফিল্ড, বিমানবন্দর পরিচালন পরিষেবা, সম্পদের মূল্যমান প্রবৃদ্ধি, উড্ডয়ন ও প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানসমূহ।
- সঞ্চয় তথ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সম্পদ পুনর্নির্মাণ প্রতিষ্ঠানসমূহ।
- ঔষধ শিল্প, জৈব প্রযুক্তি, চিকিৎসা সরঞ্জাম – গ্রীন ফিল্ড ও ব্রাউন ফিল্ড।
- খনি – কয়লা ও লিগনাইট, ধাতব ও অধাতব খনিজ পদার্থ
- বাণিজ্য – হোলসেল ও বিটুবি ই-কমার্স, খাদ্যপণ্যের খুচরা বাণিজ্য এবং করমুক্ত বিপণী।

ভারতের র‍্যাংকিং

- **বিশ্বব্যাংক** – ২০১৭ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে
- **ইউএনসিটিএডি বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন (২০১৫)** – সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের বিচারে বিশ্বের শীর্ষ ১০ দেশের সংঘে প্রবেশ করতে ভারত ৬ ধাপ এগিয়ে বর্তমানে ৯ম স্থানে উন্নীত হয়েছে।
- **বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম ২০১৫** – বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক দেশের সুচকে ১৬ ধাপ এগিয়ে ভারতের অবস্থান বর্তমানে ৩৯তম।
- **বিশ্বব্যাংকের ২০১৬ সালের লজিস্টিকস পারফর্মেন্স ইনডেক্স** – ১৯ ধাপ এগিয়ে বর্তমান অবস্থান ৩৫তম।
- **বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক** – ১৬ ধাপ এগিয়ে ভারতের অবস্থান ৬৬তম।

পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি)

- জিএসটি হলো পণ্য ও পরিষেবার উপর গন্তব্য-ভিত্তিক (সর্বশেষ ক্রেতা/ভোক্তা) কর।
- সকল পর্যায়ে আদায় করা হয়: উৎপাদন পর্যায় হতে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত।
- কেবলমাত্র মূল্য সংযোজন করযোগ্য হবে।
- করের দায় ভোক্তাকে বহন করতে হবে।
- **দ্বৈত জিএসটি:** কেন্দ্র ও রাজ্য একই সঙ্গে সাধারণ কর ভিত্তি অনুসারে এই কর আদায় করবে।
- **সমন্বিত জিএসটি (আইজিএসটি):** পণ্য ও পরিষেবার প্রত্যেক আন্ত-রাজ্য চালানের উপর কেন্দ্র কর্তৃক আদায় ও ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে।
- সিজিএসটি'র জন্য দেশের ভেতরে সরবরাহকারী ও গ্রহণকারী কে কোন রাজ্যে অবস্থান করছেন – তা বিবেচ্য হবে না।
- এসজিএসটি বলবৎ হবে, কেবল যদি সরবরাহকারী ও গ্রহণকারীর ঠিকানা একই রাজ্যের ভেতরে অবস্থিত হয়।

- জিএসটির হার নির্ধারণ করবে জিএসটি কাউন্সিল, যার সদস্য হবেন ইউনিয়ন অর্থমন্ত্রী (চেয়ার), রাজস্ব বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী, এবং অর্থ/কর প্রতিমন্ত্রীগণ।
- জিএসটি কাউন্সিল একটি চার ধাপের কর কাঠামো নির্ধারণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ৫%, ১২%, ১৮% ও ২৮%।
- কোন্ পণ্য কোন করসীমার আওতায় পড়বে, তা নির্ধারণ করা হচ্ছে।
- বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ: জুলাই ২০১৭।

জিএসটি'র সুবিধাসমূহ:

- একটি সাধারণ জাতীয় বাজার সৃষ্টির পথ সৃষ্টি করা
- পণ্যের উপর গড়পড়তা করের বোঝা কমানো, যা বর্তমান হিসাবে ২৫% থেকে ৩০%।
- ভারতীয় পণ্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে সহজলভ্য করে তোলা
- করের ভিত্তি প্রসারিত করার মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের জন্য রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, বাণিজ্যের আকৃতি বৃদ্ধি ও কর প্রদানের হার বৃদ্ধি
- জিএসটি একটি স্বচ্ছ ও সহজে পরিচালনযোগ্য ব্যবস্থা

জিএসটি...২

জিএসটি'র আওতা বহির্ভূত পণ্যসমূহঃ

- মানুষের সেবনযোগ্য মদ
- পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ, যেমন অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, যানবাহনের জ্বালানী (পেট্রোল), উচ্চদহনশীল ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস
- উড়োজাহাজের জ্বালানী ও বিদ্যুৎ
- তামাক ও তামাকজাত পদার্থ জিএসটি'র আওতায় আসতে পারে
- এই সকল পণ্যের উপর কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা কেন্দ্রের থাকবে

যে সকল করের পরিবর্তে জিএসটি বলবৎ হবেঃ

জিএসটি'র আওতা বহির্ভূত পণ্যসমূহঃ

১. কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক
২. আবগারি শুল্ক (ঔষধ ও শৌচাগার প্রস্তুতে)
৩. অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক (পণ্য ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ)
৪. অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক (বস্ত্র ও বয়নশিল্প পণ্য)
৫. ভারসাম্যপূর্ণ শুল্ক (সিভিডি)
৬. বিশেষ অতিরিক্ত কাস্টমস শুল্ক (এসএডি)
৭. পরিষেবা কর
৮. কেন্দ্রীয় সারচার্জ ও সেস, যা পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ

প্রাদেশিক কর

১. প্রাদেশিক মূসক/ভ্যাট
২. কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর
৩. বিলাস কর
৪. প্রবেশ কর (সকল ধরণের)
৫. বিনোদন কর (স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আদায় করলে প্রযোজ্য হবে না)
৬. বিজ্ঞাপন কর
৭. ক্রয় কর
৮. লটারি, বাজি ও জুয়ার উপর কর
৯. প্রাদেশিক সারচার্জ ও সেস, যা পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ

রেলওয়ে

ভারতীয় রেলওয়ে সংক্রান্ত:

- ১১৫,৮৮৩ কিলোমিটার রেলপথ: ১৫% গণপরিবহন ও ৩০% মোট পরিবহন চাহিদা মেটায়
- প্রতিদিন ১২,৫০০টি যাত্রীবাহী ট্রেন ২ কোটি ২০ লাখ যাত্রী পরিবহন করে এবং ৭,৪০০টি মালগাড়ি ৩০ লক্ষ টন মাল পরিবহন করে থাকে
- মোট লোকবল ১৪ লক্ষ – কর্মসংস্থানের বিচারে বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান যার রাজস্ব ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৬-১৭)

নতুন উদ্যোগ:

- শহরতলীর সঙ্গে সংযোগ/করিডোর প্রকল্প, দ্রুত গতির ট্রেন, মালবাহী ট্রেনের জন্য স্বতন্ত্র লাইন, রেলের বিদ্যুতায়ন, দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা, যাত্রী/মালামালের জন্য টার্মিনাল এবং সংকেত ব্যবস্থার নির্মাণ, পরিচালন ও সংস্কার কাজে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদিত
- ৫০৮ কিলোমিটার দীর্ঘ মুম্বাই-আহমেদাবাদ দ্রুতগতির রেলওয়ে করিডোর: ১৫ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্পে জাপান ০.১% সুদের বিনিময়ে ৮০% বিনিয়োগ করবে, যা ১৫ বছরের স্থগিতাবস্থাসহ ৫০ বছরে পরিশোধযোগ্য।
- নীলগিরি প্রকল্প (রেলস্টেশনে ওয়াইফাই পরিষেবা): গুগল-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে, প্রথম ধাপে ৪০০টি স্টেশনে ওয়াইফাই হটস্পট স্থাপন করা হবে, দ্বিতীয় ধাপে ওয়াইফাই স্থাপন করা হবে চলতি ট্রেনগুলিতে।
- লোকোমোটিভ ও ওয়াগন প্রস্তুতকরণ: ডিজেল ও ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের জন্য জিই এবং অ্যালস্টন-এর সঙ্গে ৬.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

নতুন উদ্দেশ্যসমূহ:

- বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- ব্যস্ত রুটগুলির উপর থেকে চাপ কমানো
- ট্রেনগুলির গতি বাড়ানো
- সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা
- রেল ব্যবস্থার উন্নয়ন

নতুন উদ্দেশ্যসমূহ:

পরবর্তী ৫ বছরে ১৩৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা শেষ হবে ২০১৯ সালে।

রেলওয়ে...২

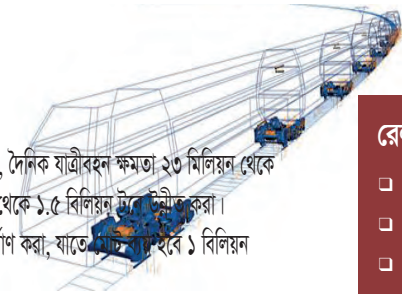

লক্ষ্যমাত্রা:

- রেলপথের দৈর্ঘ্য ২০% বৃদ্ধি করে ১৩৮,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত করা, দৈনিক যাত্রীবহন ক্ষমতা ২৩ মিলিয়ন থেকে ৩০ মিলিয়নে উন্নীত করা এবং বার্ষিক মালবহন ক্ষমতা ১ বিলিয়ন টন থেকে ১.৫ বিলিয়ন টনে উন্নীত করা।
- ৩,৪৫০টি রেল-ক্রসিং পরিবর্তন করে ৯২০টি আন্ডার ও ওভারপাস নির্মাণ করা, যাতে [illegible] হবে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- সরকারি- বেসরকারি বিনিয়োগের আওতায় ৪০০টি রেলস্টেশন সংস্কার/ আধুনিকায়ন।
- বায়ো-টয়লেট (জৈব-শৌচাগার) ও ভ্যাক্যুম টয়লেট চালু, রেলস্টেশনগুলিতে বর্জ-হতে-জ্বালানী কেন্দ্র স্থাপন, জ্বালানী নীরিক্ষা পরিচালন ইত্যাদি।
- ট্রেনের নিরাপত্তা সংকেত ব্যবস্থা এবং ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়ানোর ব্যবস্থা স্থাপন
- ট্রেন ও রেলস্টেশনে পর্যবেক্ষণ ক্যামেরা স্থাপন

রেলওয়ে খাতে বিনিয়োগের সুযোগ:

- মালবাহি ট্রেনের জন্য স্বতন্ত্র লাইন (ডিএফসি)
- কয়লা খনি ও বন্দর হতে এবং অভিমুখে রেললাইন স্থাপন
- দ্রুতগতির লাইন ও শহরতলীর সংযোগ লাইনের উন্নয়ন
- রেলস্টেশন ও মালামাল টার্মিনাল পুন-সংস্কার
- বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও জ্বালানী সাশ্রয়
- ওয়াগন, যাত্রী কোচ ও লোকোমোটিভ ইউনিট স্থাপন
- গেজ পরিবর্তন
- নেটওয়ার্ক প্রসারণ

গতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব:

- ৯টি রেলওয়ে করিডোরের গতি ঘন্টায় ১১০-১৩০ কিলোমিটার থেকে ঘন্টায় ১৬০-২০০ কিলোমিটারে উন্নীত করা
- খালি মালগাড়ির গড় গতিবেগ ঘন্টায় ১০০ কিলোমিটার এবং ভরা মালগাড়ির গড় গতিবেগ ঘন্টায় ৭৫ কিলোমিটারে উন্নীত করা
- প্রধান শহরগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য দ্রুতগতির চতুর্মুখী ডায়মন্ড নেটওয়ার্ক
- বুলেট ট্রেন (গতিবেগ ঘন্টায় ৩৫০ কিলোমিটার) ও প্রায় উচ্চগতির ট্রেন (গতিবেগ ঘন্টায় ১৬০-২০০ কিলোমিটার) চালু করা

সড়কপথ

জরুরি তথ্যাদি:

- সড়ক নেটওয়ার্ক: ৪.৮ মিলিয়ন কিলোমিটার... দেশের মোট পণ্য পরিবহনের ৬০% এবং মোট যাত্রী পরিবহনের ৮৫% এই নেটওয়ার্কে হয়ে থাকে।
- এই নেটওয়ার্কের প্রায় ২% জাতীয় মহাসড়ক (ন্যাশনাল হাইওয়ে), তবে তা ৪০% শতাংশ সড়ক পরিবহনের দায়িত্ব পালন করে।

গৃহীত ও সমাপ্ত সড়ক প্রকল্পসমূহ

অবস্থা/ বছর	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
গৃহীত	১০,০০০ কি.মি.	১৬,২৭১ কি.মি.
নির্মীত	**৬,০২৯ কি.মি.**	**৮,২৩১ কি.মি.**

২০১৬-১৭: ২৫,০০০ কি.মি জাতীয় মহাসড়ক (ন্যাশনাল হাইওয়ে) প্রকল্প গৃহীত হবে

২০১৬ সাল হতে প্রতিদিন ৩০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে

উত্তর-পূর্বে বিশেষ গুরুত্ব:
উত্তর-পূর্ব মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য: ১৩,২৫৮ কিলোমিটার–৭১৪৮ কি.মি সড়ক নির্মাণে ১০৯টি প্রকল্প চলমান... বাকি অংশ গৃহীত হওয়ার অপেক্ষায়।

নতুন উদ্যোগ:

- ভারতমালা: উপকূলীয়/সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহ, পর্যটন এলাকাসমূহ এবং সকল জেলা সদরকে সংযুক্ত করার জন্য জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প। এই কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।
- সেতু ভারতাম: জাতীয় মহাসড়কসমূহকে রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং হতে মুক্ত করার জন্য। এ প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে:
  - ২০৮টি রেলওয়ে উড়ালসেতু নির্মাণ, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৩.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
  - ১৫০০টি পুরনো সেতু পরিবর্তন, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
- পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী এক্সপ্রেসওয়ে: একটি ১৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ৬ লেনের এক্সপ্রেসওয়ে নির্মীত হবে, যার প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার– প্রকল্পটি ইতোমধ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে।
- পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত: দুই ভাগে ১৩৫ কি.মি– মানেসার পালওয়াল (৫২ কি.মি)– সমাপ্ত; কুন্দালি-মানেসার (৮৫ কি.মি.) প্রকল্প বরাদ্দকৃত।
- দিল্লি-মীরুত এক্সপ্রেসওয়ে: ১৫০ কি.মি. প্রকল্প, যার মোট প্রকল্প ব্যয় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার – ইতোমধ্যে বরাদ্দকৃত

আসন্ন বৃহৎ কলেবরের সড়ক প্রকল্পসমূহ:

- ✓ বড়োদারা-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ে (৪০০ কি.মি.)
- ✓ এনএইচ ৪-এর অংশ হিসেবে ব্যাঙ্গালুরু-চেন্নাই (৩৩৪ কি.মি.)
- ✓ এনএইচ ৮-এর অংশ হিসেবে দিল্লি-জয়পুর (২৬১ মি.মি.)
- ✓ এনএইচ ২-এর অংশ হিসেবে কলকাতা-ধানবাদ (২৭৭ কি.মি.)

সড়কপথ...২

নীতিমালা সহায়তা:

- সড়ক খাতকে শিল্পের মর্যাদা দান
- ১০০% পর্যন্ত সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং ছাড়ের সময়কাল ৩০ বছর পর্যন্ত উন্নীতকরণ
- ২০ বছরের মধ্যে টানা যে কোনো দশ বছরের জন্য ১০০% করমুক্তি
- নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বিশেষ চিহ্নিত যন্ত্রপাতির জন্য করমুক্ত আমদানী সুবিধা
- বিওটি প্রকল্পের জন্য মডেল কনসেশন এগ্রিমেন্ট (এমসিএ)-এ সংশোধনী পাশ
- জাতীয় মহাসড়ক (এনএইচ) প্রকল্পের মূল্যায়ণ ও অনুমোদনের জন্য এর মূল ব্যয় হতে স্থাপত্য ব্যয় পৃথকীকরণ
- বিওটি মোডের এনএইচ প্রকল্প বাস্তবায়নে নজিরবিহীন বিলম্ব ঘটলে, সে ক্ষেত্রে রেয়াতের জন্য ক্ষতিপূরণের হার যৌক্তিকীকরণ
- বেসরকারি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা: কাজ শুরুর ২ বছরের মধ্যে, প্রকল্প বরাদ্দের তারিখ বিবেচ্য হবে না।

সড়ক প্রকল্প বরাদ্দ:

- ১০০% পর্যন্ত সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং ছাড়ের সময়কাল ৩০ বছর পর্যন্ত উন্নীতকরণ
- ২০ বছরের মধ্যে টানা যে কোনো দশ বছরের জন্য ১০০% করমুক্তি

সড়ক প্রকল্প বরাদ্দ:

ভারতের সড়ক প্রকল্পগুলো বরাবর বরাদ্দ দেয়া হয় তিনটি প্রক্রিয়ায়:
বিওটি বার্ষিক ভাতা, বিওটি টোল, ইপিসি

- **বিওটি ভাতা** ব্যবস্থায় নির্মাণ সংস্থা একটি সড়ক নির্মাণ করে, তারা সেই সড়ক পরিচালনের সাঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যুক্ত থাকে এবং তারপর সেই সড়কটি তারা সরকারের কাছে হস্তান্তর করে, এর মাধ্যমে নির্মাণ সংস্থাটি অনুমোদিত সময়ের জন্য ভাতা পেয়ে থাকে।
- **বিওটি-টোল** ব্যবস্থায় বরাদ্দপ্রাপ্ত পরিচালন সংস্থা সড়কে চলাচলকারি যানবাহন হতে আদায়কৃত টোল থেকে রাজস্ব আয় করে।
- **ইপিসি** ব্যবস্থায়, নির্মাণ সংস্থা সরকারি অর্থায়নে সড়ক নির্মাণ করে।

উচ্চমাত্রার বার্ষিক ভাতা মডেল ঘোষিত (২০১৬):

- সরকার একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রকল্প ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৪০% পর্যন্ত বার্ষিক ভাতা ঘোষণা করে নির্মাণ সংস্থার নিকট সড়কের কাজ বরাদ্দ দেবে।
- রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব থাকবে সরকারের, নির্মাণ সংস্থার প্রাপ্য একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত বাৎসরিক কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে।
- এইচএএম নির্মাণ সংস্থাকে যথেষ্ট তারল্য সুবিধা দেবে এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকির দায় সরকার ভাগাভাগি করবে।

বন্দরসমূহ

ভারতে রয়েছে ১২টি প্রধান বন্দর (যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত), এবং প্রায় ২০০টি চিহ্নিত অপ্রধান বন্দর, (যেগুলি রাজ্য সরকার পরিচালিত)।

ভারতীয় বন্দরসমূহের মাধ্যমে পণ্য ওঠানামার পরিমাণ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বার্ষিক ১০৬৫ মেট্রিক টন, ২০২৫ সাল নাগাদ এই সংখ্যা দাড়াবে বাৎসরিক ২৫০০ মেট্রিক টন।

বন্দর আধুনিকায়ন প্রকল্পের লক্ষ্য:

১. যান্ত্রিকীকরণ– প্রবেশপথের প্রক্রিয়াকরণের উন্নয়ন ও ওঠানামার সময় কমিয়ে আনা

২. নদী খনন– ১৫,০০০ টিইইউ পর্যন্ত কন্টেইনার ভেসেল এবং (৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ ডিডাব্লিউটি) সুপার ম্যাক্স ভেসেল যাতে সহজে ভেঁড়ার সুযোগ পায়, সেই জন্য ২৩ মিটার পর্যন্ত নদী খনন করা

৩. নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মাণ

সমুদ্র পরিবহন সংক্রান্ত বিষয়াবলি ২০১০-২০

- বৈশ্বিক জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ভারতের অংশীদারিত্ব ৫% পর্যন্ত উন্নীত করা
- ২০২০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক জাহাজ মেরামত শিল্পে ভারতের অংশীদারিত্ব ১০% পর্যন্ত উন্নীত করা

সাগরমালা

নতুন নৌবন্দর

- ৫-৬টি নতুন বন্দর নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ৪০টির উপর বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প– আধুনিক বন্দর অবকাঠামো– বার্থ-এর যান্ত্রিকীকরণ ও বন্দরের নদীমুখ আরও গভীর করা যাতে অপেক্ষাকৃত বড় নৌযান প্রবেশ করতে পারে

বন্দরের সঙ্গে রেল সংযোগ:

- ৮০টির বেশি প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- লক্ষ্য: ভারী মালবাহী রেলপথ নির্মাণ যাতে বিপুল পরিমাণ কয়লা পরিবহণ করা যায়; পণ্য পরিবহন সহায়ক এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, যাতে প্রধান রুটগুলো দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে কন্টেইনার চলাচল করতে পারে; এবং কৌশলগত অভ্যন্তরীণ জলপথ নির্মাণ।

বন্দরনির্ভর শিল্পায়ন:

- উপকূল বরাবর ১৪টি উপকূলীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল (সিইজেড)
- জ্বালানি হতে প্রাপ্ত শিল্পসমূহ, বিপুল পরিমাণ পণ্যসামগ্রী এবং পৃথক উৎপাদন ক্ষেত্রসমূহ

উপকূলীয় সম্প্রদায়:

- জেলে ও অন্যান্য উপকূলীয় সম্প্রদায়ের জন্য সুযোগসুবিধা সৃষ্টি এবং ভারতের উপকূল রেখা বরাবর অগণিত দ্বীপের উন্নয়ন।

সাগরমালা প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ:

- বহুমুখী পরিবহণ ব্যবস্থার পূর্ণ উপযোগিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় মালামাল পরিবহনের ক্ষরচ কমানো
- আমদানী-রপ্তানি পণ্য সরবরাহের সময় ও ব্যয় সংকোচন
- বৃহদাকার শিল্পগুলিকে উপকূলের নিকটবর্তী করার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় কমানো

  এবং
- বিভিন্ন উৎপাদকগুচ্ছকে বন্দরের কাছাকাছি আনার মাধ্যমে রপ্তানিতে প্রতিযোগিতামূলক প্রবণতার উন্নতি ঘটানো

সাগরমালা প্রকল্পে সরকার ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে বলে আশা করা যায়।

নগর উন্নয়ন

- **১০০ চৌকস (স্মার্ট) নগর**– পরিকল্পিত সবুজ নগরী পুনর্গঠন অথবা নির্মাণ।
- ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ– ২০৩০ সালের মধ্যে জিডিপি'র ৭৫%
- **স্মার্ট নগরের উদ্দেশ্য:** স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন ও প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সচল রাখা এবং দেশে জীবনমানের উন্নয়ন
- **৬০টি** শহর ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে।
- ন্যূনতম তৈরি এলাকাসমূহ এবং মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বাদ দিয়ে স্বল্পব্যয়ে সাধ্যের মধ্যে আবাসনের জন্য যে সকল প্রকল্প মোট ব্যয়ের ন্যূনতম ৩০% নিশ্চিত করে।
- উপশহর, বিপনী বিতান এবং বাণিজ্য কেন্দ্রের কার্যক্রমের জন্য স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ। ফ্লোরের আয়তন বিষয়ক সীমাবদ্ধতা ও ন্যূনতম মূলধন বিনিয়োগ ব্যবস্থা রদ, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজেই প্রকল্প থেকে সরে আসার সুযোগ।

বিনিয়োগের আয়তন:

- ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত স্মার্ট নগরী স্থাপন কর্মসূচির ব্যয় ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও অধিক।
- নবজীবন ও নগর আধুনিকায়নের জন্য অটল মিশন (এএমআরইউটি) প্রকল্পে ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ব্যয় হবে ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

নগর উন্নয়ন...২

ক্ষেত্র	বিনিয়োগের সম্ভাবনা
স্মার্ট জ্বালানি	✓ জ্বালানি আধারের জন্য ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে ৮টি স্মার্ট গ্রিড পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন ✓ আগামী ৫ বছরে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে; ২০২১ সালের মধ্যে ১৩০ মিলিয়ন স্মার্ট মিটার স্থাপন করা হবে।
স্মার্ট পরিবেশ	✓ জলসম্পদ মন্ত্রণালয় জল খাতে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে।
স্মার্ট পরিবহন ব্যবস্থা	✓ ইলেকট্রিক ও সংকর গাড়ির উৎপাদন খাতে ভারত সরকার ৪.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ অনুমোদন করে, ২০২০ সালের মধ্যে ৬ মিলিয়ন গাড়ি উৎপাদনের নতুন উচ্চাভিলাসী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
স্মার্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	✓ ২০১৬ সালের শেষ নাগাদ ক্লাউড কম্পিউটিং ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ✓ নিরাপদ শহর প্রকল্পের আওতায় ৭টি (দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, চেন্নাই, আহমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালুরু ও হায়দ্রাবাদ) শহরের জন্য ৩৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
স্মার্ট ভবন	✓ প্রতি বছর ১১.৫ মিলিয়ন গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে ভারত পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নির্মাণ বাজারে পরিণত হতে যাচ্ছে। ✓ 'বুদ্ধিমান ভবন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি'র বাজার ২০১৬ সালের শেষ নাগাদ ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছুবে বলে আশা করা যাচ্ছে

এএমআরইউটি

নবজীবন ও নগর আধুনিকায়নের জন্য অটল মিশন

- ৫০০ শহর নির্বাচিত
- আনুমানিক মোট ব্যয়: ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

- নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্বারোপের মাধ্যমে এএমআরইউটি নগর ভারতের রূপান্তর পরিকল্পনা করছে:
  - জল সরবরাহ
  - পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
  - ঝটিকা বেগে জল নির্গমন, যাতে বন্যার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়
  - পথচারী পারাপার, ইঞ্জিন-বিহীন গাড়ি ও গণপরিবহন সুবিধা, গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান ইত্যাদি
  - সবুজ মাঠ, উদ্যান, বিনোদন কেন্দ্র এবং বিশেষ করে শিশুদের জন্য বিনোদন ও খেলাধূলার সুবিধাদি ইত্যাদি সৃষ্টি ও সংস্কারের মাধ্যমে শহরগুলির সুযোগ-সুবিধার মান বাড়ানো

ব্যবসায়ের সুযোগ

- জল শোধনাগার, পাইপলাইন, মিটার বসানো ও গ্রিড ব্যবস্থাপনা, পলি অপসারণ, স্থলভাগের জলাধারগুলিতে পুনরায় জল ভরা ইত্যাদি।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: ভূ-গর্ভস্থ পয়ঃনালীর বিকেন্দ্রীকরণ, পয়ঃপ্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন, বর্জ্য সংগ্রহ-পরিবহন-প্রক্রিয়াকরণ কাজের সমন্বয়, পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাষণ-পরিবহন-প্রক্রিয়াকরণ, ঝটিকা জল নির্গমনের জন্য নালা/খাল নির্মাণ ও পুনর্ব্যবহার ইত্যাদি।
- নগর পরিবহন: ফেরি নৌযান, ফুটপাত, স্কাইওয়াক, যন্ত্রবিহীন বাহন, বহুতল বিশিষ্ট স্মার্ট পার্কিং, দ্রুতগামী বাস পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি।
- সবুজায়ন উপাদানসমূহ: ল্যান্ডস্কেপিং, সবুজ/ প্রাকৃতিক অবকাঠামো নির্মাণ (উদ্যান, পুকুর ইত্যাদি), উল্লম্ব সবুজায়ন (বহুতল ভবনে সবুজায়ন)।
- পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার জন্য যা দরকার, তার মধ্যে রয়েছে, বাস্তবায়ন, পরামর্শ, তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন।

সবার জন্য বিদ্যুৎ (পিএফএ)

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মধ্যে প্রতি ঘরে, কলকারখানায়, বাণিজ্যিক ব্যবসায় কেন্দ্রে, কৃষি খামারে এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় এমন অন্য সকল স্থাপনায় দিনে চব্বিশ ঘন্টা, সপ্তাহে সাত দিন বিদ্যুৎ সরবরাহ
- পিএফএ-র বিস্তার বিদ্যুৎ খাতের পূর্ণ পরিসরে, যার মধ্যে রয়েছে উৎপাদন, পরিচালন, বিতরণ, পুনর্নবায়নযোগ্য বিদুৎ, জ্বালানি সংরক্ষণ এবং গ্রাহক উদ্যোগ।
- পরিচালন ও বিতরণ অবকাঠামোর আধুনিকীকরণের উপর গুরুত্বারোপ।
- ১৫.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর নতুন পাঁচটি কয়লাভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎ প্রকল্প (ইউএমপিপি) স্থাপনা, যা চলবে প্লাগ এন্ড প্লে মডেলে।

- **পুনর্নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ বিষয়ে ২০২২ সাল পর্যন্ত নতুন লক্ষমাত্রা:**
  - সৌর বিদ্যুৎ ১০০ গিগাওয়াট
  - বায়ু বিদ্যুৎ ৬০ গিগাওয়াট

- **আন্তর্জাতিক সৌরবিদ্যুৎ জোট (আইএসএ):**
  - কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তি রেখার মধ্যে অবস্থিত সম্ভাব্য ১২১টি সদস্য দেশের মধ্যে মৈত্রী।
  - সিওপি ২২ চলাকালীন মারাকেচ-এ আইএসএ কাঠামোগত চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।
  - ২৭টি দেশ ইতোমধ্যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

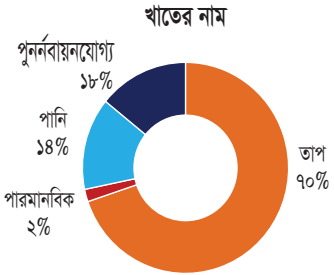

বিনিয়োগ ব্যয়:

সবার জন্য বিদ্যুৎ উদ্যোগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হবে ৪৫.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সরকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ২০১৭ সালের মধ্যে ১১৫,৬০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সামর্থ্য অর্জনের এবং ২০১৭ থেকে ২০২২-এর মধ্যে যোগ হবে আরও ১০১,৭৪৫ মেগাওয়াট।

কয়লা খনি বিশেষ প্রবিধান আইন, ২০১৫: কয়লা ব্লক নিলামের মাধ্যমে বরাদ্দ দেয়া।

পুনর্নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ

গ্রিডে সংযুক্ত ক্ষমতা (ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

পুনর্নবায়ন উৎস	গিগাওয়াট
বাতাস	২৯.১৫
সৌর	৯.৫৭
জৈব-বিদ্যুৎ	৮.১৮
ছোট আকারের জলবিদ্যুৎ	৪.৩৫
মোট	**৫১.৩৬**

গ্রিডবিহীন / ক্যাপটিভ বিদ্যুৎকেন্দ্র সেপ্টেম্বর ২০১৬):

পুনর্নবায়ন উৎস	গিগাওয়াট
বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ, বায়োম্যাস কোজেনারেশন, বায়োম্যাস গ্যাসে রূপান্তর, অ্যারো-জেনারেটর, সোলার ফটোভল্টিক সিস্টেম, জল-কল	১.৩৮

ভারতের
কাঙ্খিত জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (আইএনডিসি)

- ২০০৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে নির্গমনের বেগ ইউনিট প্রতি ৩৩ থেকে ৩৫ শতাংশ কমিয়ে আনা
- জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর নয় এমন বিদ্যুৎ উৎপাদনের সামর্থ্য বর্তমানে ৩০ শতাংশ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত উন্নীত করা
- উদ্বৃত্ত বন সৃষ্টি ও গাছ লাগানোর মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য ২.৫ থেকে ৩ বিলিয়ন মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার একটি অতিরিক্ত কার্বন আধার তৈরি করা

সৌরবিদ্যুৎ

ভারতের সৌরবিদ্যুৎ উপাদনের সম্ভাব্যতা: ৭৫০ গিগাওয়াট

জাতীয় সৌরবিদ্যুৎ মিশন: ২০২২ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট... যার বণ্টন নিম্নরূপ:

- ছাদের উপর স্থাপনযোগ্য প্রকল্প : ৪০ গিগাওয়াট
- উদ্যোক্তা প্রকল্প : ২০ গিগাওয়াট
- ইতোমধ্যে স্থাপিত : ১০ গিগাওয়াট
- সরকারি নীতিমালা : ১০ গিগাওয়াট
- সরকারি খাত : ১০ গিগাওয়াট
- বেসরকারি খাত : ৫ গিগাওয়াট
- স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদক : ৫ গিগাওয়াট

- আগামী ৭ বছরের মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ খাতে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের নতুন বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধার বলে "পুনর্নবায়নযোগ্য ক্রয় বাধ্যবাধকতা (আরপিও)"-র বাধ্যতামূলক ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রিডে সংযুক্ত সৌর বিদ্যুতের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা

- অধিকাংশ ভারতীয় প্রজেক্ট 'ক্রিস্টাললাইন সিলিকন প্রযুক্তি' গ্রহণ করেছে, যার গড় দক্ষতার হার ১৬-১৭%।

উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা:

- ২০১৬-র এপ্রিলের শুরুতে, ভারতের ১.২ গিগাওয়াট সেল এবং ৫.৬ গিগাওয়াট মডিউল উৎপাদন ক্ষমতা ছিল।
- ফটো-ভোল্টেক শিল্প জটিল কাচামাল ও উপাদান আমদানীর উপর নির্ভরশীল।
- সিলিকন উপাদন ও সোলার থার্মাল উৎপাদনের সীমিত সামর্থ্য।

উৎপাদনের সুযোগ:

- কনসেন্টেটর কালেক্টর, রিসিভার, ক্রিস্টাললাইন সিলিকন প্রযুক্তি উপাদান ইত্যাদি।
- গ্রিডবিহীন প্রযুক্তি: গ্রামগুলোতে ১৫০ ওয়াট (যা ২০টি বাড়িতে বিদ্যুতায়ন করতে সক্ষম) থেকে ৫ কিলো ওয়াট (৪০টি বাড়িতে বিদ্যুতায়ন করতে সক্ষম) পর্যন্ত ক্ষুদ্র গ্রিড; লণ্ঠন, সড়ক বাতি, রেফ্রিজারেটর চালানো ইত্যাদি।

ভারতের ব্যবসায় মডেল:

- ফিড-ইন-ট্যারিফ: নির্ধারিত শুল্কে নির্মাণ সংস্থা পিপিএ স্বাক্ষর করেন।
- পুনর্নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ সনদ
- উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার– নির্মাণ সংস্থা যেকোনো তৃতীয় পক্ষকে সম্মত দামে সরবরাহ করতে পারে।

- কেপ্টিভ ও গ্রুপ কেপ্টিভ: ভোক্তা কেপ্টিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপন্ন বিদ্যুৎ থেকে অধিকাংশ নিয়ে যেতে পারেন এবং মূলধনের অন্তত ২৬% মালিকানা গ্রহণ করতে পারেন।
- সাইট ও পার্ক: নির্মাণ সংস্থা সম্পূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ করবে এবং এর বিনিময়ে একটি ফি সরকারের কাছ থেকে আদায় করতে পারবে।

নীতিমালা সহায়তা:

- সৌরবিদ্যুৎ সেল তৈরির জন্য স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ।
- সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ১০ বছরের করমুক্ত সময়কাল।
- বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর দুই বছরের মধ্যে ৮০% পর্যন্ত ঘাটতি কমিয়ে আনা।
- ওপেন অ্যাক্সেস চার্জ, হুইলিং ও ব্যাংকিং চার্জ ইত্যাদি থেকে ছাড় দেয়া।
- নির্মাণ সংস্থা শুল্কের অতিরিক্ত ইউনিট প্রতি একটি নির্দিষ্ট অংকের উৎপাদিত বিদ্যুৎ পাবেন।
- পুনর্নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রাদি আমদানিতে কোনো আবগারি শুল্ক লাগবে না।
- পুনর্নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নির্দিষ্ট কিছু যন্ত্রাদি আমদানীতে ৫% আমদানি কর দিতে হবে।
- গ্রিডবিহীন পিভি ও সৌর বিদ্যুৎ থার্মালের উপর ৩০% ভর্তুকি।
- সরকারি পরিষেবা/ বিতরণ প্রতিষ্ঠানের আওতায় অর্থায়ন নিরাপত্তা।

বায়ু

তথ্য:

- জাতীয় বায়ু বিদ্যুৎ ইনস্টিটিউট (এনআইডাব্লিউই)-এর হিসেব মতে, ভারতের ৮০ এবং ১০০ মিটার উচ্চতার টাওয়ার বসানোর মাধ্যমে সম্ভাব্য উৎপাদনযোগ্য বায়ু বিদ্যুতের পরিমাণ যথাক্রমে ১০২ এবং ৩০২ গিগাওয়াট।
- বায়ুকুল স্থাপনের সামর্থ্যের বিচারে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির পর ভারতের অবস্থান চতুর্থ।
  - প্রতিষ্ঠিত বায়ুকলের উৎপাদন ক্ষমতা: ২৮.৭ গিগাওয়াট (জানুয়ারি ২০১৭)
  - তামিলনাড়ুতে প্রতিষ্ঠিত বায়ুকলের উৎপাদন ক্ষমতা: ৭.৬৩ গিগাওয়াট
- ২০২২ সালের মধ্যে নতুন বায়ুকল স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদন লক্ষমাত্রা: ৬০ গিগাওয়াট।
- স্থানীয়ভাবে বায়ুকলের উৎপাদন ক্ষমতা: ১০,০০০ মেগাওয়াট।
- টারবাইন সরবরাহকারী: গামেসা, সুজলন, ইনক্স, রেগেন, উইন্ড ওয়ার্ল্ড, এলএম উইন্ড এবং সেনভিওন।
- গ্রিড সমন্বয়ের চ্যালঞ্জসমূহ:
  - গ্রিন করিডোর কর্মসূচি: উদ্দেশ্য হলো, ভারতের আঞ্চলিক (দক্ষিণাঞ্চলীয়) গ্রিডের সঙ্গে জাতীয় গ্রিডের সংযোগের উন্নয়ন।
  - এর দ্বারা আন্ত-রাজ্য সঞ্চালন সহজ হবে।

জাতীয় উপকূলীয় বায়ু বিদ্যুৎ নীতিমালা, ২০১৫ (এনওডব্লিউইপি)

- নির্দেশনা অনুসারে ভারতের উপকূল রেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইলের ভেতরে ভারতীয় সমুদ্রসীমার মধ্যে বায়ু কল স্থাপন করা যাবে।
- এনআইডাব্লিউই প্রকল্প নিমাণকারী সংস্থার নিকট উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক নিলামের মাধ্যমে ব্লকসমূহ বরাদ্দ দেবে।
- এনআইডাব্লিউই এক হাতে ছাড়পত্র দেবে।
- ব্লকের সীমারেখা নির্ধারণের আগে পরিবেশগত প্রভাব যাঁচাই, সমুদ্রবিষয়ক জরিপ, পরিবেশগত নীরিক্ষা ইত্যাদি করা হবে।

নীতিমালা সহায়তা:

- বায়ুকল জেনারেটর তৈরির জন্য আমদানীকৃত কাঁচামাল ৪% বিশেষ অতিরিক্ত করের আওতামুক্ত থাকবে।
- বায়ুকলে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক জেনারেটরের জন্য বিয়ারিং প্রস্তুতের জন্য ইস্পাতের চাকতি আমদানিতে কোনো আবগারি শুল্ক লাগবে না এবং আমদানি করের হার ৫%।
- (আয়কর বাচাতে) অন্তত ৪ বছর এবং সর্বোচ্চ ১০ বছরে উৎপাদিত বিদ্যুতের উপর ৪০% পর্যন্ত ছাড় (এডি) এবং জেনারেটর নির্ভর ইনসেনটিভ কর্মসূচি (জিবিআই) প্রতি কিলোওয়াট/ঘণ্টায় ৫০ পয়সা। প্রদেয় অর্থের পরিমাণ প্রতি মেগাওয়াটে ১ কোটি রুপি (১৬৩,০০০ মার্কিন ডলার) অতিক্রম করলে এই ইনটেনসিভ বন্ধ হয়ে যাবে। এই কর্মসূচি ২০১৭ সালে সমাপ্ত হবে। প্রতিষ্ঠান এককালীন এডি অথবা জিবিআই সুবিধা ভোগ করতে পারবে, তবে একই সঙ্গে উভয় কর্মসূচি প্রযোজ্য হবে না।
- জাতীয় পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ তহবিল (এনসিইএফ)-এর জন্য কয়লার উপর কর প্রতি টনে ৪০০ রুপি হিসেবে দ্বিগুণ করা হয়েছে। এনসিইএফ পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ প্রযুক্তি সহায়তার অনুকূলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তেল

মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ৭৫% পূরণে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহৃত হয়।

- ➢ অপরিশোধিত তেলের উপর নির্ভরশীলতা– ৮২%
- ➢ গ্যাস আমদানির উপর নির্ভরতা ৪৪%

- ❑ **২০১৬-১৭: অপরিশোধিত তেল**
  - ➢ আমদানী– ২১৩.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন
  - ➢ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন– ৩৭.৯৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন
- ❑ **অপরিশোধিত তেল সরবরাহকারী:**
  মধ্যপ্রাচ্য– ৬১.১%, দক্ষিণ আমেরিকা– ১৬%, আফ্রিকা– ১৯%, ও রাশিয়া– ০.২%।
- ❑ **শোধন ক্ষমতা:**
  - ➢ বর্তমানে: মোট ২৩টি শোধনাগারে বাৎসরিক ২৩০ মিলিয়ন মেট্রিক টন
  - ➢ আগামী কয়েক বছরে শোধন ক্ষমতা বাৎসরিক ৩১০ মিলিয়ন মেট্রিক টনে পৌঁছুবে।

কৌশলগত তেল মজুদ:

- ❑ ধাপ– ১: অপরিশোধিত তেল মজুদের জন্য ৫.৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ভূগর্ভস্থ পাথুরে আধার তৈরি করা হয়েছে, এগুলি হলো– বিশাখাপওনমে ১.৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন, ম্যাঙ্গালোরে ১.৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং পাদুরে ২.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন।
- ❑ ধাপ– ১ এর ৫.৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন মজুদ প্রায় ১০.৫ দিনের অপরিশোধিত তেলের যোগান নিশ্চিত করতে সক্ষম (২০১৫-১৬ সালের ব্যবহার অনুসারে)
- ❑ ধাপ– ২: আরও দুটি জায়গায় তৈলাধার নির্মাণ করা হবে – ওড়িশার চান্দিখোলে এবং রাজস্থানের বিকানের-এ।
- ❑ ধাপ ১ এবং ধাপ ২ মিলিয়ে কৌশলগত মজুদ ক্ষমতা ১৫.৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন।
- ❑ ভারতে অপরিশোধিত তেল, পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ এবং গ্যাসের প্রাক্কলিত বাণিজ্যিক মজুদ ৬৩ দিনের।

তেল...২

অভ্যন্তরীণ তেল ও গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২০১৬ সালের ১০ মার্চ ভারত সরকার হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও লাইসেন্সিং নীতিমালা (হেল্প) ঘোষণা করেছে।

- ইউনিফর্ম লাইসেন্সিং: সকল ধরণের হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদনের সুযোগ দান– প্রথাগত ও অপ্রথাগত তেল ও গ্যাসের উৎসসমূহ, যার মধ্যে রয়েছে সিবিএম, শেল গ্যাস/ তেল, টাইট গ্যাস এবং গ্যাস হাইড্রেট।
- উন্মুক্ত জমি নীতিমালা: অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানিগুলি যাতে নির্দিষ্ট করে দেয়া এলাকায় ব্লক নির্বাচন করতে পারে।
- নতুন নীতিমালার আওতায় বরাদ্দকৃত ব্লকসমূহে সেস ও আমদানি কর প্রযোজ্য হবে না।
- তেল শোধন ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারীদের বাজারজাতকরণ ও দাম নির্ধারণের স্বাধীনতা।
- রাজস্ব বণ্টন পদ্ধতি:
  - কী পরিমাণ ব্যয় হয়েছে, তা সরকার বিবেচনা করবে না এবং তেল, গ্যাস ইত্যাদির বিক্রয় হতে প্রাপ্ত মোট রাজস্বের একটি অংশ সরকার গ্রহণ করবে।
  - উপকূলীয় এলাকাগুলির জন্য নিম্নহারে রয়ালটির সুবিধা

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ নীতিমালা:

- বেসরকারি খাতে তেল ক্ষেত্রগুলিতে অনুসন্ধান কাজে, পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ বিপণনে সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে, পাইপলাইনের মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম সরবরাহ কাজে, বাজার গবেষণা ও বাজার সৃষ্টি এবং পেট্রোলিয়াম পরিশোধন সংক্রান্ত কাজে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ স্বয়ংক্রিয় পথে অনুমোদিত হবে।
- পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং (পিএসইউ)-এর মালিকানাধীন পেট্রোলিয়াম পরিশোধন প্রকল্পে নিজস্ব সম্পদের কোনপ্রকার অপব্যবহার বা হানি না করে, ৪৯% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদিত।

গ্যাস

সরকারি লক্ষ্যমাত্রা:

- একটি গ্যাস-নির্ভর অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করা।
- এনার্জি বাস্কেট: প্রাকৃতিক গ্যাসের অংশীদারী ১৫% পর্যন্ত বাড়ানো।
- আগামী কয়েক বছরে বাৎসরিক ৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন পর্যন্ত ডবল এলএনজি আমদানি করা।

(১ মিলিয়ন মেট্রিক টন = ১.৩১৪ বিলিয়ন ঘন মিটার)

এলপিজি (তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস)

- আমদানি– ১২ মিলিয়ন টন (২০১৬-১৭)
- প্রধান সরবরাহকারী: কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত

পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানিকারক

- উৎসসমূহ: কাতার– ৬১%, নাইজেরিয়া – ১৪.৭%, অন্যান্য ২৪.৩%
- ২০১৪-১৫: ১৮.৫ বিলিয়ন ঘন মিটার
- ২০১৫-১৬: ২১.৩ বিলিয়ন ঘন মিটার
- ২০১৬-১৭ : ২৪.৬ বিলিয়ন ঘন মিটার

অভ্যন্তরীণ গ্যাস উৎপাদন – ৩১.৮ বিলিয়ন ঘন মিটার (২০১৬-১৭)

ভারতে গ্যাসের দাম নির্ধারণের মাত্রাসমূহ

- পুনরায় গ্যাসে রূপান্তর কাজে ব্যবহৃত জমির মূল্য নির্ধারণ আবশ্যক
- মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা ভারতের পছন্দের এলএনজির উৎস। নতুন উৎস হতে পারে
  - অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া।
  - অস্ট্রেলিয়া: ২০২০ সালের মধ্যে তরলীকরণ ক্ষমতা বাৎসরিক ৮৫ মিলিয়ন মেট্রিক টনে উন্নীত করছে।
  - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ২০১৯ সালের মধ্যে তরলীকরণ ক্ষমতা বাৎসরিক ৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টনে উন্নীত করছে।
- এলএনজি'র দাম প্রতি এমএমবিটিইউ ৮ মার্কিন ডলারের নীচে থাকলে তা ভারতের জন্য অধিক গ্রহণযোগ্য।

প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক:

- কার্যকর আছে: ১৬,২৩২ কিলোমিটার (প্রতিদিন ৪১২ এমএমএসসিএমডি)
- নির্মাণে: ৮,৬০৪ কিলোমিটার (প্রতিদিন ৪০০ এমএমএসসিএমডি)

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ নীতিমালা: প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রসমূহে অনুসন্ধান কাজে, প্রাকৃতিক গ্যাসের বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত অবকাঠামো নির্মাণে, প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য পাইপলাইন স্থাপনে এবং এলএনজি সিলিন্ডার পুনরায় ভর্তি করার কাজে ব্যবহৃত অবকাঠামো নির্মাণে স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদিত।

- ভারতে স্থাপিত মোট এলএনজি'র পরিমাণ: ২৬.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন
  - দাহেজ: প্রতি বছর ১৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন
  - হাজিরা: প্রতি বছর ৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন
  - কচি: ৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন
  - দাভোল: ১.৬ মিলয়ন মেট্রিক টন

- নতুন এলএনজি টার্মিনাল:
  - তামিলনাড়ুর এন্নোর-এ বাৎসরিক ৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কাজ অগ্রসর পর্যায়ে রয়েছে।
  - পূর্ব উপকূলের ধামরা ও কাকিনাড়ায় বাৎসরিক ৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন দুটি আর-এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে।

- ভবিষ্যতে এলএনজি পুনরায় গ্যাসে রূপান্তর কাজের পরিমাণ:
  - ২০৩০ সালের মধ্যে বাৎসরিক >৬৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন-এর নতুন ক্ষমতা পরিকল্পনা করা হয়েছে
  - স্থলভাগে স্থাপনযোগ্য এলএনজি টার্মিনাল এবং জলে ভাসমান মজুদাগার বিশিষ্ট পুনরায় গ্যাসে রূপান্তর ইউনিট (এফএসআরইউ)

নির্মাণ

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নির্মাণকাজে স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদিত:

- উপশহর
- সড়ক ও সেতু
- আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন
- হোটেল ও অবকাশ কেন্দ্র
- হাসপাতাল
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- নগর ও আঞ্চলিক পর্যায়ের অবকাঠামো

- উপশহর, বিপনী বিতান/ শপিং কমপ্লেক্স এবং বাণিজ্য কেন্দ্র নির্মাণ সমাপ্ত করে এগুলোর কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদিত।
- ন্যূনতম ফ্লোর এরিয়া অথবা ন্যূনতম বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই।
- এফডিআই-এর জন্য নির্মাণ প্রকল্পের প্রতি ধাপকে পৃথক প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

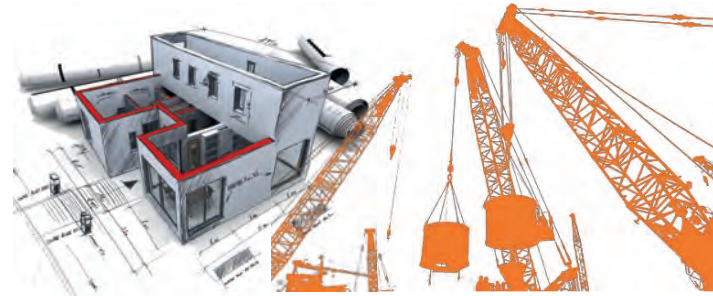

- বিদেশী বিনিয়োগকারীরা স্বয়ংক্রিয় পথে প্রকল্প শেষ হওয়ার আগেই বৈদেশিক বিনিয়োগ ফিরিয়ে নিতে পারবেন, তবে এ ক্ষেত্রে তিন বছরের লক-ইন-পিরিয়ড কার্যকর হবে।
- হোটেল ও অবকাশ যাপন কেন্দ্র, হাসপাতাল, এসইজেড, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বৃদ্ধাশ্রম এবং প্রবাসী ভারতীয়দের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এফডিআই-এর জন্য লক-ইন পিরিয়ড কার্যকর হবে না।
- এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যারা আবাসন ব্যবসায়, খামার বাড়ি নির্মাণে এবং স্থাবর সম্পত্তি নির্মাণ অধিকার-এর আওতায় বাণিজ্যে জড়িত আছে বা যোগদানের জন্য প্রস্তাবিত– এফডিআই -এর জন্য অনুমোদিত হবেন না।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট: সাধ্যানুকূল আবাসনকে অবকাঠামোর মর্যাদা দেয়া হবে... স্বল্পমূল্যের আবাসন আনুসঙ্গিক সুবিধা ভোগ করবে।

বয়ন ও বস্ত্রশিল্প:

- জিডিপি'তে বয়ন শিল্পের অবদান ৫%; মোট শিল্প উৎপাদন সূচকে (আইআইপি) ১৪% এবং রপ্তানি বাণিজ্যে ১৫%।
- কৃষির পর দ্বিতীয় বৃহত্তম নিয়োগ দানকারী খাত– ৪৫ মিলিয়ন মানুষ সরাসরি এবং ৬০ মিলিয়ন মানুষ পরোক্ষভাবে কাজ করেন।
- পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কাপড় ও তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী দেশ।
- সম্পূর্ণ উৎপাদন প্রণালী– তন্তু থেকে ফ্যাশন পর্যন্ত পুরোটুকু একইসঙ্গে বর্তমান।
- পাট ও তুলো উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয়; এবং রেশম ও কৃত্রিম তন্তু উৎপাদনে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম।
- বিশ্বের মোট স্পিন্ডেল ক্যাপাসিটির ২৪% এবং রোটর ক্যাপাসিটির ৮% ভারতের দখলে।
- বয়ন শিল্পে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদিত।
- ভারতের উৎপাদিত কাপড় ও তৈরি পোশাকের ৬০%-এর বেশি রপ্তানি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয় ইউনিয়নভূক্ত দেশগুলিতে।
- আসিয়ানভূক্ত দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে।
- বর্তমান বাজারের আকৃতি ১২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (স্থানীয় বাজার ৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, রপ্তানি ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার), যা ২০২১ সাল নাগাদ ২২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

- বৈশ্বিক বস্ত্র/ তৈরি পোশাক অনুসন্ধান ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যালয় রয়েছে ভারতে।
- আগামী ৩ বছরের মধ্যে ১০ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থান এবং ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে বস্ত্র ও সুতো উৎপাদন শিল্পের জন্য ভারত সরকার একটি ৬,০০০ কোটি রুপির (৯০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্যাকেজ অনুমোদন করেছে, যাতে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত রপ্তানি সক্ষমতা অর্জন করা যায়।
- প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ তহবিল কর্মসূচি (টিইউএফএস): আগামী ৭ বছরের জন্য ১৭,৮২২ কোটি রুপী (২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বাজেটের বিধান রেখে জানুয়ারি ২০১৬'তে প্রবর্তিত হয়; আশা করা যায় এ থেকে ১ লক্ষ কোটি রুপি (১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিনিয়োগ আকর্ষিত হবে এবং ৩ মিলিয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
- ৪টি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের সবগুলিতে বয়ন ও পোশাক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যাতে এই রাজ্যগুলি হতে সুতো উৎপাদনে উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয় এবং স্থানীয় জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।
- সাধারণ সাবলীল প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট-এর জন্য ৫০% সহায়তা নিশ্চিত করতে সমন্বিত প্রক্রিয়াকরণ উন্নয়ন কর্মসূচি প্রবর্তিত হয়, যাতে রয়েছে জিরো লিকুইড ডিসচার্জ সিস্টেম, তবে তা ৭৫ কোটি রুপি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ; গুচ্ছ প্রক্রিয়াকরণের অনুকূলে ছয়টি প্রকল্প বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতি

- বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতির বাজারের আকৃতি ১২,৩০৮ কোটি রুপি।
- এই খাতে প্রবৃদ্ধির হার গত তিন বছরে বাৎসরিক ৫.১%।
- উৎপাদন, বর্তমানে ৬,৯৬০ কোটি রুপি, বৃদ্ধি পেয়েছে বাৎসরিক ৯.৬% হারে। মোট চাহিদার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ– ৬৩% আমদানি করা হয়; রপ্তানিও করা হয় মোট উৎপাদনের ৩৫%।

বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রদির প্রযুক্তি ঘাটতি

গেঞ্জি

- শাটার-বিহীন তাঁত (মেরামত >৪০০ আরপিএম; এয়ার জেট >৮০০ আরপিএম, ওয়াটার জেট >৮০০ আরপিএম)

বয়ন

- উচ্চ গতির ঘূর্ণনশীল বয়ন যন্ত্রাদি (মাইক্রো প্রসেসর)
- ওয়্যার্প নিটিং

প্রক্রিয়াকরণ

- পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়াকরণ
- চওড়া বহরের দ্রুত গতির প্রক্রিয়াকরণ, এবং
- বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়াকরণ এবং ফিনিশিং-এর যন্ত্রাদি (উদাহরণ: প্লাজমা ফিনিশিং)

কারখানার সেলাই

- অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কারখানার সেলাই যন্ত্রাদি (লকস্টিচ, ওভার-লক, কভার স্টিচ, বার টাকিং, পকেট সেট, বাটন হোল ইত্যাদি)

মহাকাশ

- **আইএসআরও:** ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইএসআরও)-র সদর দপ্তর ব্যাঙ্গালুরুতে অবস্থিত। এর লক্ষ্য হলো, "জাতীয় উন্নয়নে মহাকাশ প্রযুক্তির ব্যবহার", একই সঙ্গে মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণা এবং গ্রহ-নক্ষত্রে অভিযানের সুযোগ সৃষ্টি।

- **এএনটিআরআইএক্স:** এটি হলো আইএসআরও-র বাণিজ্যিক শাখা এবং গ্রাহক পর্যায়ে উপগ্রহ উৎক্ষেপন সেবা দেয়ার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান; যার নিয়ন্ত্রণাধীন আইএসআরও'র উৎক্ষেপন মহাকাশযান– পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল (পিএসএলভি) এবং জিও-সিনক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল (জিএসএলভি)।

- **১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭:** আইএসআরও একটি পিএসএলভি ব্যবহার করে একই সঙ্গে রেকর্ডসংখ্যক ১০৪টি উপগ্রহ সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপন করেছে... এই ১০৪টি উপগ্রহের মধ্যে ১০১টি উপগ্রহই বিদেশী দেশের মালিকানাধীন।
  - এগুলির মধ্যে ৯৬টি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইজরায়েল, কাজাখস্তান, নেদারল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডের একটি করে।

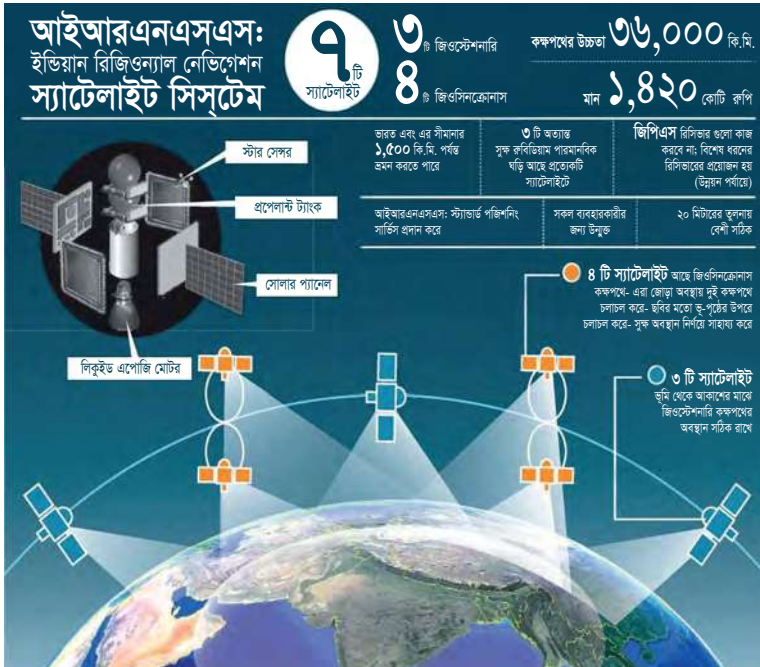

এপ্রিল ২০১৬: জিপিএস পরিষেবা প্রস্তাবের জন্য ভারতীয় আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ভারত **৭টি উপগ্রহ** উৎক্ষেপণ সম্পন্ন করে।

- ১৯৬০-এর দশক: ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচির সূচনা।
- ১৯৭৫: ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট উৎক্ষেপণ।
- ২০০৮/০৯ চন্দ্রযান ১: ভারতের প্রথম মানববিহীন চন্দ্রাভিযান মুন ইমপ্যাক্ট প্রোব পে-লোড বহন করে এবং চাঁদের বুকে পানির অস্তিত্ব আবিষ্কার করে।
- ২০১৪: বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে প্রথম অভিযানেই মঙ্গল গ্রহে পৌঁছুতে পারা।
- ২০১৪: জিএসএলভি এমকে৩-এর মাধ্যমে "ক্রু মডিউল" এর সফল পরীক্ষণ।
- মে ২০১৬: পুনরায় ব্যবহারযোগ্য উৎক্ষেপণ যান– প্রযুক্তি প্রদর্শক (আরএলভি-টিডি)-র সফল পরীক্ষণ।
- ২২ জুন ২০১৬: আইএসআরও একই মিশনে ২০টি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে।
- অগাস্ট ২০১৬: আইএসআরও নিজস্ব প্রযুক্তিতে প্রস্তুত স্ক্র্যাম সেট (বা বাতাসে শ্বাস নিতে পারা) ইঞ্জিন সফলভাবে পরীক্ষা করে... ভারতের পুনরায় ব্যবহারযোগ্য উৎক্ষেপণ যন্ত্র হাইপারসনিক গতিতে উৎক্ষেপণকাজের ক্ষমতা বাড়াতে এই ইঞ্জিন কাজ করবে।

প্রতিরক্ষা

- ৪র্থ বৃহত্তম প্রতিরক্ষা ব্যয়কারী দেশ, যার ব্যয় ৫০.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৬-১৭)... ২০২০ সাল নাগাদ এই ব্যয় ৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছুবে বলে প্রাক্কলিত।
- প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ৩৬% সম্পদ আহরণে ব্যয় হয়।
- মাত্র ২৫% প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ভারতে প্রস্তুত হয়।

প্রতিরক্ষা ক্রয় নীতিমালা– ডিপিপি ২০১৬

- স্থানীয়ভাবে নকশা, সংস্কার ও প্রস্তুত করা (আইডিডিএম) সরঞ্জামের প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
- অনুসন্ধানের নীতি: নকশা যদি ভারতীয় না হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ৬০% স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে; ভারতীয় নকশার ক্ষেত্রে ৪০% স্থানীয় উপাদান হতে হবে।
- বৈদেশিক বিক্রয়কারীদের জন্য অফসেট নীতিমালা সহজীকরণ: চুক্তিমূল্যের ন্যূনতম ৩০% ভারতে বিনিয়োগের বাধ্যবাধকতা, ভারতকে ২০০০ কোটি রুপি আয়ের সুযোগ দেবে, যা পূর্ববর্তী আয়ের (৩০০ কোটি রুপী) চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেশি।
- এমএসএমই ও "মেক ইন ইন্ডিয়া"-র উপর বিশেষ গুরুত্ব।
- কেবলমাত্র অর্থনৈতিক শর্তে উন্নততর প্রযুক্তির জন্য নিম্নতম দরদাতা নির্বাচন করার পরিবর্তে ১০% গুরুত্ব

প্রতিরক্ষা উৎপাদন– স্বনির্ভরতা

- ভারতের সকল যুদ্ধ-জাহাজ ও সাবমেরিন ভারতেই তৈরি হয়।
- ভারতীয় সেনাবাহিনির ৭৫% ক্রয় আদেশ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অনুকূলে দেয়া হয়।
- উদাহরণ: তেজাস এলসিএ; নৌ যুদ্ধ জাহাজ– আইএনএস কোচি ও আইএনএস কলকাতা; সাবমেরিন আইএনএস কালবেরি; আকাশ মিসাইল সিস্টেম; এইচটিটি৪০ – সাধারণ প্রশিক্ষণ উড়োজাহাজ, ধানুশ– ১৫৫ মিমি/৪৫ ক্যালিবার আর্টিলারি গান সিস্টেম ইত্যাদি।

নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন:

- ৩৬টি রাফালে জেট– সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে এপ্রিল ২০২২-এর মধ্যে হস্তান্তর করা হবে– অফসেট-এর জন্য ক্রয়মূল্যের ৫০% প্রবিধান।
- ২টি ফ্যালকন/আইএল-৭৬ এডব্লিউএসিএস ভ্যালুড এবং ১০টি হিরন টিপি ইউএভি।

স্থানীয় প্রস্তুতকারক:

- জানুয়ারি ২০০১ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৬-এর মধ্যে, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত করারর লক্ষ্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুকূলে ৩৩৩টি শিল্প লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।
- গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যেমন ভারত ফোর্জ লি. (বিএফএল), রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লি. (আরআইএল), টাটা গ্রুপ, লারসেন এন্ড টার্বো লি. (এলএন্ডটি), গোদরেজ গ্রুপ এবং দ্য মহিন্দ্র গ্রুপ প্রমুখ ইলেকট্রনিক্স, ল্যান্ড সিস্টেম, এরোস্পেস পণ্য এবং ছোট পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র নির্মাণে অনেক কাজ করেছে।
- রাফায়েল অ্যাডভান্সড ডিফেন্স সিস্টেমস লি. এবং এলবিট সিস্টেমস লি. এবং যুক্তরাজ্যকেন্দ্রীক রোলস্ রয়েস করপোরেশন-এর সঙ্গে বিএফএল-এর মৈত্রী চুক্তি হয়েছে।
- যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রীক প্রতিষ্ঠান সিকোরস্কাই এয়ারক্র্যাফট কর্পোরেশন, লকহিড মার্টিন কর্পোরেশন এবং বোয়িং কোং-এর সঙ্গে টাটা গ্রুপের মৈত্রী চুক্তি হয়েছে।
- রিলায়েন্স-এর চুক্তি হয়েছে ফরাসি কোম্পানি তালেস (সাগরতলের কর্মকাণ্ডের জন্য), ইউক্রেনকেন্দ্রীক আনতানোভ (পরিবহন বিমানের জন্য) এবং ইজরায়েল-এর রাফায়েল (আকাশ থেকে আকাশে ক্ষেপণযোগ্য মিসাইলের জন্য)-এর সঙ্গে।
- মাহিন্দ্রা চুক্তি করেছে, হেলিকপ্টারের জন্য এয়ারবাস-এর সঙ্গে এবং সাগরতলের অস্ত্র ব্যবস্থার জন্য যুক্তরাজ্যের আল্ট্রা ইলেকট্রনিক্স-এর সঙ্গে।

স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত তেজষ এলসিএ ২০১৬ সাল থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

trade@chandigarh.gov.in

প্রতিরক্ষা রপ্তানি যুগে পদার্পণ:

- যন্ত্রাংশ, উপাদান, আংশিক সংযোজিত ও পুরো বস্তুর কিয়দংশ রপ্তানীতে সর্বশেষ ব্যবহারকারীর সনদ (ইইউসি)-র আবশ্যকতা তুলে নেয়া হয়েছে।
- দেশের বাইরে বাণিজ্যের সুযোগ সন্ধানের ক্ষেত্রে অগ্রিম/ নীতিগত ছাড়পত্র প্রদান
- ভারতীয় অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা কারখানায় ডিআরডিও পরীক্ষাগার এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য নীরিক্ষা সুবিধা, চাহিদা ও প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রবর্তন করা হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রপ্তানি ৩০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

বেসামরিক বিমান চলাচল:

- ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজার আকৃতি বিশিষ্ট বিশ্বের ৯ম বৃহত্তম বিমান পরিবহন বাজার... ২০২০ সাল নাগাদ ৩য় বৃহত্তম বাজারে পরিণত হবে।
- অভ্যন্তরীণ রুটে বাৎসরিক ৮১ মিলিয়ন বিমান চলাচল করে; ২০১৫ সালে প্রবৃদ্ধি ছিল ২০.৩%-এরও অধিক– যা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রবৃদ্ধির হার।
- সকল বিমান সংস্থা মিলিয়ে সমন্বিত বিমানের সংখ্যা ৪৩০টি... এয়ারবাস এবং বোয়িং কোম্পানীর প্রাক্কলনমতে আগামী ২০ বছরের মধ্যে ভারতের প্রয়োজন হবে যথাক্রমে ১৬১০টি এয়ারবাস এবং ১৭৪০টি বোয়িং জেট।
- দেশের মাত্র ৭৫টি বিমানবন্দর নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করে থাকে। ৩৫০টি এয়ারস্ট্রিপ অব্যবহৃত পড়ে থাকে, এগুলিকে সচল করা সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কার্যতালিকায় রয়েছে।
- সরকার বিমানবন্দর অবকাঠামো ও ফ্লাইট পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ পরিষেবা খাতে আগামী দশকজুড়ে প্রায় ১২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে।

প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি:

- ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি ও উদীয়মান এককালীন আয়।
- বিমান সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়া, বিশেষ করে স্বল্প খরচের ফ্লাইট পরিচালনাকারীদের মধ্যে।
- উড়োজাহাজের জ্বালানির দাম কমে যাওয়া।
- পর্যটন প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়া– ১৫০টি দেশে ই-ভিসা কর্মসূচি ছড়িয়ে পড়া।
- আধুনিক বিমান বন্দর, এবং প্রযুক্তির বৃহত্তর ব্যবহার।

নতুন বেসামরিক বিমান চলাচল নীতিমালা ২০১৬:

- এয়ারলাইন কোম্পানিগুলো আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা করতে পারবে, তারা ২০টি বিমান অথবা তাদের মোট বহরের ২০% (যে অংকটি পরিমাণে বেশি) বিমান ব্যবহার করতে পারবে।
- সার্কভুক্ত এবং দিল্লি থেকে ৫০০০ কিলোমিটারের অধিক দূরত্বে অবস্থিত দেশগুলির জন্য "উন্মুক্ত আকাশ নীতিমালা"
- আঞ্চলিক সংযোগের উপর গুরুত্বারোপ।

নতুন আদেশ: স্পাইস জেট, ১৩% অংশীদারি নিয়ে ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম এয়ারলাইন– ২০৫টি পর্যন্ত বোয়িং বিমান ক্রয় করছে, যার মূল্য ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার দ্বারা তাদের অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান পরিচালনায় বিরাট প্রসারণ আনবে।

এমআরও ব্যবসায় সুযোগ:

- ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও সংস্কার (এমআরও) ব্যবসার কলেবর প্রায় ৭৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার;
- ভারতীয় এরোপ্লেনসমূহের ৯০%-এর রক্ষণাবেক্ষণ হয় ভারতের বাইরে– শ্রীলংকায়, সিঙ্গাপুরে, মালয়েশিয়ায়, মধ্যপ্রাচ্যে ইত্যাদি।

সহজীকৃত সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ নীতিমালা:

- নতুন বিমানবন্দর নির্মাণে স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ।
- পুরনো বিমানবন্দর সংস্কারে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ– স্বয়ংক্রিয় পথে ৭৪%, বাকি অংশ সরকারি পথে।
- সূচিবদ্ধ বিমান পরিবহন খাতে/ অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী বিমান পরিবহন খাতে স্বয়ংক্রিয় পথে ৪৯% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ... প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য ১০০%।
- সূচিবদ্ধ নয় এমন বিমান পরিবহন খাতে স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ।
- হেলিকপ্টার ও সি-প্লেন পরিষেবায় স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ।
- এমআরও পরিচালন, বিমান চালনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ।
- বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনা পরিচালনে স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ।

নতুন এমআরও নীতিমালা:

- এমআরও'র জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের উপর থেকে কাস্টমস ও আবগারি শুল্ক ছাড় দেয়া হয়েছে।
- করমুক্ত যন্ত্রাংশ আমদানিতে এক বছরের স্থগিতাদেশ তুলে নেয়া হয়েছে।
- এমআরও'র আওতায় সংস্কারযোগ্য নয় এমন যন্ত্রাংশ পরিবর্তন / অগ্রগামী পরিবর্তনের বিধান রেখে আমদানী অনুমোদিত হয়েছে।
- ভারতে এমআরও করানোর জন্য নিয়ে আসা বিদেশী এরোপ্লেন ৬ মাসের জন্য রাখার অনুমোদন দেয়া হবে, এই সময়সীমা মহাপরিচালক, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (ডিজি,সিএ) কর্তৃক বৃদ্ধি করা যাবে। এমআরও করানোর জন্য আসার সময় এবং এমআরও করিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় উক্ত বিমান যাত্রী পরিবহন করতে পারবে।

মোটরগাড়ি

- ভারতের মোটরগাড়ি শিল্প বিশ্বে অন্যতম প্রধান প্রতিযোগিতামূলক শিল্প।
- মোটরগাড়ি শিল্প ২০১৫ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সময়কালে ১৯.৮৪ মিলিয়ন গাড়ি প্রস্তুত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে যাত্রীবাহী গাড়ি, বাণিজ্যিক যানবাহন, তিন চাকার গাড়ি এবং দুই চাকার গাড়ি)।
- এপ্রিল ২০০০ থেকে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত মোটরগাড়ি খাত ১৫.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে।
- গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরির শিল্প অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। সহায়ক শিল্পের বার্ষিক আয় ২০১৫ সালে ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, একই সময় রপ্তানি ছিল ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- ভারতের গাড়ি বানানোর শিল্পের মূল অংশ তিনটি সমান অংশে বিভক্ত– একটি তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে অবস্থিত, অপরটি মহারাষ্ট্রের পুনেতে অবস্থিত এবং তৃতীয়টি অবস্থিত হরিয়ানার মানেসার-এ।
- ভারতের জিডিপিতে মোটরগাড়ি খাত ৭% অবদান রাখে।

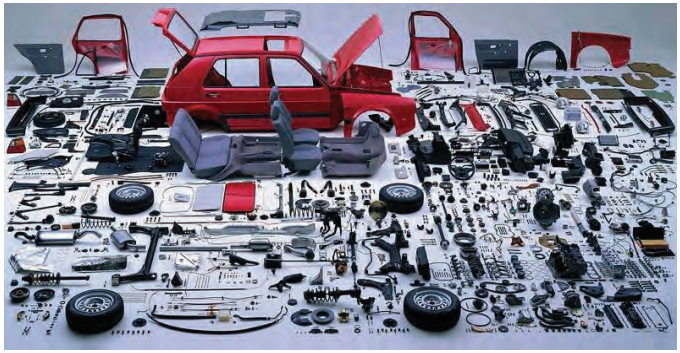

- বিশ্বব্যাপী তৃতীয় বৃহত্তম বাজার, যার বার্ষিক আয় ২০১৬ সাল নাগাদ ১৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- বিশ্বব্যাপী বিক্রি হওয়া ছোট গাড়ির ৩১% তৈরি হয় ভারতে।
- মোটারগাড়ি খাত ২০২৬ সাল নাগাদ ২৬০ থেকে ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে– ৬৫ মিলিয়ন অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং জিডিপিতে ১২% অবদান রাখবে।
- বৈদ্যুতিক গতিশীলতা অর্জনে জাতীয় কর্মসূচি (এনএমইএম) ২০২০-র মাধ্যমে বৈদ্যুতিক ও সংকর জাতের বাহন তৈরি করা ও তাদের ভারতের মাটিতে তৈরি করার জন্য উৎসাহিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- মোটরগাড়ি খাতে স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদিত।

স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া

দেশে উদ্ভাবন ও স্টার্ট-আপের জন্য একটি দৃঢ় পরিবেশ সৃষ্টি এবং উদ্ভাবন ও নকশার মাধ্যমে স্টার্ট-আপগুলিকে ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।

কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য:

- স্বয়ং প্রত্যয়নের মাধ্যমে সহজ সম্মতির ব্যবস্থা।
- স্বল্প খরচে আইনী সহায়তা ও পেটেন্ট পরীক্ষায় দ্রুত অনুসন্ধান।
- স্টার্ট-আপগুলির জন্য সরকারি ক্রয়ে সহজ নিয়ম।
- দ্রুত প্রস্থানের সুবিধা।
- ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আকারের তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা।
- ঋণ নিশ্চয়তা সুবিধা– চার বছর পর্যন্ত বাৎসরিক ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০২০ সালে সমাপ্ত হবে)।
- ৩ বছরের জন্য কর মুক্তি।
- স্টার্ট-আপ ফেস্ট এবং এনুয়াল ইনকিউবেটর চ্যালেঞ্জ
- স্টার্ট-আপের সংখ্যার বিচারে ভারতের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়।

#startupindia

- ১৯০০০ প্রযুক্তিনির্ভর স্টার্ট-আপ। এর মধ্যে ইন্টারনেট ও আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত স্টার্ট-আপগুলি শীর্ষে রয়েছে।
- বিশ্বের তরুণতম স্টার্ট-আপ দেশ – ৭২% প্রতিষ্ঠাতার বয়স ৩৫ বছরের নিচে।
- ২০১৫ সালের তালিকায় স্টার্ট-আপ'এর পরিবেশ বিবেচনায় ব্যাঙ্গালুরুর অবস্থান বিশ্বে ১৫তম।
- ২০১৪ সালে সিরিজ-এ পর্যায়ে অর্থায়নকৃত স্টার্ট-আপের সংখ্যা ছিল ৪৬, যা ২০১৫ সালে বেড়ে গিয়ে হয়েছে ১১৪।
- মোট স্টার্ট-আপ বিনিয়োগ: ২০১৪ সালে ৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০১৫ সালে ৭.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট (ভিসি) ভারতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

- পূর্বতন ভিসি: সিডফান্ড, এক্সেল, কে ক্যাপিটাল এবং ভেনচার ইস্ট।
- পরবর্তী ভিসি: হেলিয়ন, সেকুইয়া, ম্যাট্রিক্স।

ডিজিটাল ভারত

লক্ষ্য:

- **ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ডিজিটাল অবকাঠামো:** এর মধ্যে রয়েছে ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা, ডিজিটাল পরিচয়, মোবাইল ফোন, ব্যাংক একাউন্ট, সুরক্ষিত ও নিরাপদ সাইবার স্পেস ইত্যাদি।
- **চাহিদানুসারে পরিচালন ও পরিষেবা:** এর মধ্যে রয়েছে, মোবাইল ফোনে ও অনলাইন মাধ্যমগুলিতে চাহিবামাত্র তাৎক্ষণিক পরিষেবা নিশ্চিত করা, বৈদ্যুতিক ও নোটবিহীন অর্থ আদানপ্রদান ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।
- **নাগরিকদের ডিজিটাল ক্ষমতায়ন:** এর মধ্যে রয়েছে সার্বজনীন ডিজিটাল অক্ষরজ্ঞান অর্জন, ডিজিটাল উৎসসমূহের ভারতীয় ভাষাগুলিতে সম্ভাব্যতা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

কর্ম পরিকল্পনা:

- একটি ইন্দো-মার্কিন ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক স্থাপন।
- ১ মিলিয়নের অধিক জনবসতির শহরগুলিতে ওয়াই-ফাই পরিষেবা নিশ্চিত করা।
- ২০১৯ সালের মধ্যে ২৫০,০০০ গ্রামে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন।
- প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ডিজিটাল লকার ব্যবস্থা চালু করা, যেখানে তারা তাদের সকল মূল সনাক্তকারী দলিলাদি ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করতে পারবে।
- সার্বজনীন মোবাইল ফোন সংযোগ।
- ২০২০ সালের মধ্যে নেট-জিরো ইলেকট্রনিক আমদানি।
- সরকারি পরিষেবা বিতরণের ক্ষেত্রগুলিকে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রূপান্তরের প্রতি গুরুত্বারোপ।
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ব্যাংকিং পরিষেবা খাতের উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তি খাতে নেতৃত্বদানকারী অবস্থান অর্জন।

ব্যবসায় সুযোগ:

- ইলেকট্রনিক প্রস্তুতকরণ
- টেলিকম খাত
- অনলাইন শিক্ষা
- স্বাস্থ্যসেবা খাত
- ব্রডব্যান্ড খাত

এই প্রসঙ্গে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেটের উল্লেখযোগ্য দিক:

- ইন্দো-মার্কিন ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক স্থাপনের বাজেট ১০,০০০ কোটি রুপিতে (১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) উন্নীতকরণ।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শেষ নাগাদ, ভারত নেট কর্মসূচির আওতায় ১৫০,০০০টির বেশি গ্রামে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ নিশ্চিতকরণ।
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিফোনে চিকিৎসা, শিক্ষা ও দক্ষতাবৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি ডিজিগাঁও (ডিজিটাল গ্রাম) উদ্যোগ চালু হবে।

নোট বাতিল

৮ নভেম্বর ২০১৬: উচ্চমান ব্যাংক নোট (৫০০ ও ১০০০ রুপি মূল্যমানের) বাতিল ঘোষণা করা হয়।

নোট বাতিলের কারণ:

- অতিরিক্ত কর ফাঁকি
- একটি সমান্তরাল অর্থনীতি গড়ে তোলা; যা গঠনমূলক সমাজে কোনোমতেই মেনে নেয়া যায় না।

নোট বাতিলের মাধ্যমে কী কী অর্জিত হতে পারে?

- দূর্নীতি, কালো টাকা, জাল টাকা ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন বন্ধ হবে।
- অর্থনীতির ডিজিটাল-করণ ত্বরান্বিত হবে।
- অর্থনৈতিক সঞ্চয় প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতির বৃহত্তর কাঠামোবদ্ধকরণ নিশ্চিত হবে, এই সকল ব্যবস্থা কার্যত পরিচ্ছন্ন অর্থনীতি গঠনে ও জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে এবং কর রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

নোট বাতিলের কারণে ভারতের অর্থনীতি গতি হারাবে কি?

- কেবলমাত্র পরিবর্তনকালীন একটি প্রভাব পড়তে পারে।
- উদ্বৃত্ত তারল্য, যা নোট বাতিলের কারণে সৃষ্ট, ঋণ খরচ কমিয়ে আনবে এবং সঞ্চয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। এর ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বহুমুখী প্রভাবের দ্বারা গতিশীল হবে।

আইএমএফ, ভারতের জিডিপি'র পূর্বাভাষ সংশোধনপূর্বক, প্রাক্কলন করেছে যে, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি হবে যথাক্রমে ৭.২% ও ৭.৭%।

ডিজিটাল পেমেন্ট উৎসাহিত করতে সরকারি তৎপরতা

- **বিএইচআইএম অ্যাপ:** একটি সমন্বিত পেমেন্ট ইন্টারফেস (সরাসরি ব্যাংক একাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত, যেখানে টাকা জমা করার প্রয়োজন নেই) চালু করা হয়েছে, যেখানে দুটি ব্যাংক হিসাবের মধ্যে অর্থ আদানপ্রদান করা যাবে।
- **বিএইচআইএম অ্যাপ- এর ব্যবহার বাড়ানোর জন্য কর্মসূচি:** ব্যক্তি পর্যায়ে কোন গ্রাহক এই অ্যাপ ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করলে বোনাস প্রাপ্তির সুবিধা এবং বণিক পর্যায়ে এই অ্যাপের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির টাকা গ্রহণ করলে ক্যাশ ব্যাক কর্মসূচি।
- **আধার পে:** আধার কার্ডের (জাতীয় পরিচয়পত্র) বণিক সংস্করণ, যা আর্থিক লেনদেনের সুবিধা সংযুক্ত করে চালু করা হবে... যাদের ডেবিট কার্ড ও মোবাইল ফোন নেই, তারা এই কার্ড দিয়ে ডেবিট কার্ড বা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সুবিধা ভোগ করতে পারবে।
- নগদ অর্থের দ্বারা ৩০০,০০০ রুপির অধিক লেনদেন অনুমোদিত হবে না।
- কাস্টম ও আবগারি শুল্ক ছাড় পাবে ক্ষুদ্র এটিএম মেশিন, যার আদর্শ সংস্করণ ১.৫.১, আঙুলের ছাপ পাঠযন্ত্র/ফিংগারপ্রিন্ট স্ক্যানার, আইরিশ স্ক্যানার, এম-পিওএস'এর জন্য খুদে বিক্রয় কার্ডরিডার (মোবাইল ফোন বা ট্যাবলেট কম্পিউটার ব্যতীত), এবং উপরোল্লিখত যন্ত্রসমূহের খুচরা যন্ত্রাংশ ও বিভিন্ন আনুসঙ্গিক উপাদান।

তথ্য প্রযুক্তি

- ডিজিটাল অর্থনীতি হিসেবে ভারত দ্রুত উঠে আসছে... ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া, স্কিলিং ইন্ডিয়া ইত্যাদি প্রকল্প স্থানীয় বাজারে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।
- ভারতীয় আইটি কোম্পানিগুলো নিম্নলিখিত অংশে সমাধান প্রস্তাব করতে পারে:
  - ✓ সামাজিক মোবাইল বিশ্লেষণ (সোশ্যাল মোবাইল এনালিটিক্স) ও ক্লাউড (এসএমএসি)।
  - ✓ ইআরপি, সিআএম, গতিশীলতা ও গ্রাহক অভিজ্ঞতা প্রযুক্তি।
  - ✓ ব্যবসায় প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা (বিপিএম) খাত, যা বৃহত্তর স্বয়ংক্রিতার দ্বারা পরিচালিত, ওমনি-চ্যানেল উপস্থিতির প্রসারণ, মূল্য ব্যবস্থাপনার পুরোটা জুড়ে বিশ্লেষণের প্রয়োগ।

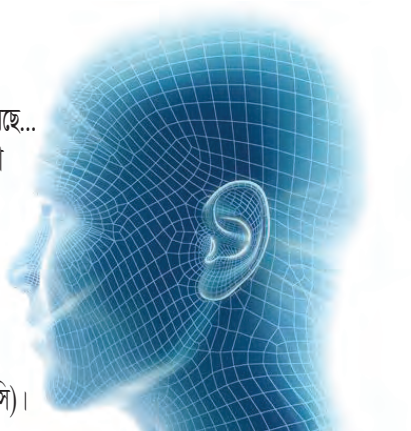

- ❑ ২০১৬: ভারতীয় তথ্য প্রযুক্তি খাত ১৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব আয় করে... রপ্তানি অংশ হতে আসে ৯৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার... ই-কমার্সের প্রভাবে স্থানীয় বাজার বৃদ্ধি পায় ১৪%।
- ❑ ২০১৭: রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে ১২-১৪%, স্থানীয় বাজার বাড়বে ১৫-১৭%।

ভারতের তথ্য প্রযুক্তি

- ভারতীয় তথ্য প্রযুক্তি এবং (তথ্য প্রযুক্তি ইলেকট্রনিক পরিষেবা) আইটিইএস শিল্প চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত– তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা, ব্যবসায় প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা (বিপিএম), সফটওয়্যার পণ্য ও প্রযুক্তি খাত এবং হার্ডওয়্যার।
- তথ্য প্রযুক্তি-ব্যবসায় প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা (আইটি-বিপিএম) শিল্প ভারতের জিডিপি'র ৮.১% যোগান দেয়, এই খাত থেকে ভারতের অর্থনীতিতে প্রায় ১১৫ থেকে ১২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যোগ হয়।
- তথ্য প্রযুক্তি খাতের জন্য সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ।
- ভারত– তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের জন্য বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংগ্রহ কেন্দ্র, ১২০-১৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মোট বাজারের ৬৭% আসে এখান থেকে।
- তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা সরবরাহে প্রতিযোগিতামূলক দাম– যুক্তরাষ্ট্রের বাজার থেকে ৩ থেকে ৪ ভাগ সস্তা।
- বুদ্ধিবৃত্তিক মূলধনের বিচারে ভারত ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। অনেক বৈশ্বিক তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এখন তাদের উদ্ভাবন কেন্দ্র ভারতে স্থাপন করছে।

ইলেকট্রনিক্স

- ভারতের ইলেক্ট্রনিক্স সিস্টেম ডিজাইন এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং (ইএসডিএম) শিল্প দেশের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল খাত।
- ইলেকট্রনিক্স নকশা ও প্রস্তুতকরণের সামর্থের বৈশ্বিক চিত্র বদলে যাচ্ছে, এবং ব্যয় কাঠামোর কারণে বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মনোযোগ এখন ভারতের দিকে ফিরেছে।
- **কাজের অবস্থা:**
  - ৬৫% ইলেকট্রনিক্স পণ্য বর্তমানে আমদানি করা হয়;
  - ২৫-৩০% পণ্য কেবলমাত্র সংযোজন করা হয়;
  - ১০%-এরও কম ইলেকট্রনিক্স পণ্য ভারতে সম্পূর্ণরূপে নকশা ও প্রস্তুত করা হয়।
  - প্রায় ১০০% অর্ধপরিবাহী (সেমি কন্ডাক্টর) আমদানি করা হয়।
- স্থানীয় উৎপাদন সামর্থ্য দিয়ে ২০২০ সালের মধ্যে কেবল ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে পার্থক্য থেকে যায় ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের।

বর্তমানে অপরিশোধিত তেল ও স্বর্ণ'র পর ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য ভারতের আমদানি তালিকায় তৃতীয় বৃহত্তম।

প্রায় ৭০% রাজস্ব অবদান রাখে এমন প্রথম ১০টি ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য হলো:

- মোবাইল ফোন
- ফ্ল্যাট প্যানেল টিভি
- নোটবুক কম্পিউটার
- ডেস্কটপ কম্পিউটার
- ডিজিটাল ক্যামেরা
- ইনভার্টর ও ইউপিএস
- মেমোরি কার্ড ও ইউএসবি ড্রাইভার
- ৪ডাব্লিউ ইএমএস
- এলসিডি মনিটর
- সার্ভার

খাত: ২০২০ বাজার আকৃতি

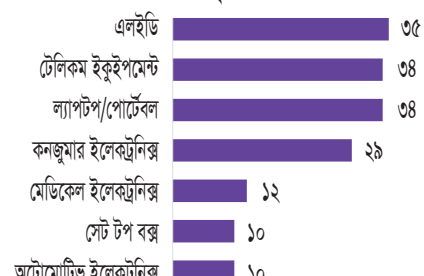

ইলেকট্রনিক্স...২

- ইএসডিএম শিল্পকে এগিয়ে নিতে গৃহীত নীতিমালার মধ্যে রয়েছে:
  - ✓ ইলেক্ট্রনিক্স বিষয়ে জাতীয় নীতিমালা
  - ✓ অগ্রাধিকারমূলক বাজার প্রবেশাধিকার
  - ✓ পরিবর্তিত বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ (এমএসআইপি) কর্মসূচি
  - ✓ এনালগ সেমি-কন্ডাক্টর ফ্যাব্রিকেশন (ফ্যাব) পলিসি
  - ✓ ইলেক্ট্রনিক্স উৎপাদন গুচ্ছ (ইএমসি) এবং তথ্য প্রযুক্তি বিনিয়োগ অঞ্চল
  - ✓ রপ্তানি প্রণোদনা

ইলেক্ট্রনিক্স বিষয়ে জাতীয় নীতিমালা

- ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের দ্বারা ২০২০ সাল নাগাদ ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়।
- একটি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে...স্থানীয় উৎপাদন ২০-২৫% হতে ৬০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা।

অগ্রাধিকারমূলক বাজার প্রবেশাধিকার:

- সরকারি ক্রয়ে স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া... মোট ক্রয়ের ৩০% কম নয়।

পরিবর্তিত বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ (এমএসআইপি) কর্মসূচি

- ইএসডিএম ইউনিট যদি নন-এসইজেড হয়, সেক্ষেত্রে ক্যাপেক্স-এর উপর ২৫% ভর্তুকি এবং যদি এসইজেড-এর ভেতরে হয়, সেক্ষেত্রে ২০%... অনুমোদন প্রাপ্তির ৫ বছরের মধ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত হবে।
- ইলেক্ট্রনিক্স চিপ উৎপাদন ইউনিটের গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে ২০০% কর্তন
- নির্বাচিত উচ্চ-প্রযুক্তি ইউনিট, যেমন, ফ্যাব, সেমিকন্ডাক্টর লজিক ও মেমোরি চিপ, এলসিডি সংযোজন, ইত্যাদি খাতে ১০ বছরের জন্য কেন্দ্রীয় কর ও শুল্ক (যেমন, কাস্ট্রম শুল্ক, আবগারি শুল্ক এবং পরিষেবা কর) ইত্যাদি ফেরত... ডিসেম্বর ২০১৮-এর মধ্যে গৃহীত আবেদনের প্রেক্ষিতে।
- **বাজেট ২০১৭-১৮:** এমএসআইপিএস পরিকল্পনার আওতায় ১১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের বিনিয়োগ

ইলেক্ট্রনিক্স উৎপাদন গুচ্ছ পরিকল্পনা

- গ্রিনফিল্ড ও ব্রাউনফিল্ড এমসি স্থাপনের জন্য সহায়তা বরাদ্দ

রপ্তানি প্রণোদনা

- ডব্লিউটিও-র তথ্য প্রযুক্তি চুক্তি (আইটিএ)-র আওতায় আমদানি করা পণ্য ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট কাঁচামাল এবং ফাইবার ও কেব্‌ল্-এর উপর ০% মূল কাস্টম শুল্ক।
- ফোকাস প্রোডাক্ট স্কিম (এফপিএস)–এফওবি'র ২% শুল্ক সঞ্চয় এবং স্পেশাল ফোকাস প্রোডাক্ট স্কিম (এসএফপিএস)-এফওবি'র ৫% শুল্ক সঞ্চয়

ওষুধ শিল্প

- সাশ্রয়ী দামে উচ্চমানের ওষুদের জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।
- ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি আয় (৫০% স্থানীয় বাজার হতে এবং ৫০% রপ্তানী হতে)... শেষ ৫ বছরে যৌগ বার্ষিক বৃদ্ধির হার প্রায় ১৪%।
- প্রায় ১০,৫০০টি নিবন্ধিত উৎপাদনকারী কারখানা।
  - ২৫০০ বৃহদাকার ওষুধ উৎপাদনকারী কারখানা এবং
  - ৮০০০ প্রস্তুতকারক ইউনিট
- বৈশ্বিক ঔষধ বাজারের ১০% ভারতের দখলে, যার আকৃতি ১১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- উৎপাদিত ওষুধের সংখ্যার বিচারে বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম এবং উৎপাদিত ওষুধের মূল্যমানের বিচারে ১৪তম।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনায়, গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় মাত্র ১২.৫%, চিকিৎসায় প্রায়োগিক খরচ ১০% এবং উৎপাদন খরচ ৩৫%।
- ভারত সরবরাহ করে:
  - বিশ্বের মোট ওষুধ উৎপাদনের ১০%
  - বিশ্বে যত ধরনের ওষুধ উৎপাদন হয় তার ২০%
  - বিশ্বব্যাপী এইআইভি প্রতিরোধী/চিকিৎসা ব্যবহৃত ওষুধের মোট চাহিদার ৩০%।

- ভারত সকল চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ উৎপাদন করে: এন্টি-ইনফেক্টিভ, কার্ডিও ভাসকুলার, এন্টি-ক্যান্সার, এন্টি-এইডস, গাইনোকলজি, নিউরোলজিক্যাল, ডারমাটোলজি, গ্যাস্ট্রো-ইনটেসটিনাল, রেসপিরেটোরি, এনালজেসিক্স, এন্টি ডায়াবেটিক, ভিটামিন/মিনারেল/নিউট্রিশন ইত্যাদি।
- ২০০+ দেশে রপ্তানি করা হয়। প্রধান বাজারগুলো হলো– যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জার্মানি, অস্ট্রিয়া এবং যুক্তরাজ্য।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কেবল ভারতেরই আছে ইউএস-এফডিএ, এইচওডব্লিউ-জিএমপি, ইডিকিউএম, টিজিএ, এমএইচআরএ এবং হেল্‌থ কানাডা অনুমোদিত বৃহত্তম ওষুধ উৎপাদন কারখানা।
- ডব্লিউএইচও-জিএপি অনুমোদিত ১৪০০টি কারখানা, এবং ইডিকিউএম অনুমোদিত ২৫৩টি কারখানা ভারতে অবস্থিত।

নতুন উদ্যোগ:

- ওষুধ রপ্তানি ও ওষুধের চালানের জন্য ট্র্যাক এন্ড ট্রেস ব্যবস্থা (বারকোডিং)।
- নতুন ওষুধ কারখানা স্থাপন ও পুরনো কারখানা সংস্কারে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদিত।

ভারতের ওষুধ-সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২০:

- ওষুধ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য ভারতকে বিশ্বের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ঠিকানায় পরিণত করা।
- ২০২০ সালের মধ্যে ভারতকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি ওষুধ আবিষ্কার কেন্দ্রে'র একটিতে পরিণত করা।

জৈব প্রযুক্তি

- ভারত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১২টি জৈব প্রযুক্তি গন্তব্যের একটি এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারতের অবস্থান ৩য়।
- এই শিল্পের প্রবৃদ্ধি...১০%-এর অধিক যৌগ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার।

ভারতের শক্তি:

- শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
- প্রক্রিয়াকরণ প্রকৌশলীদের একটি দুর্দান্ত সম্প্রদায় ও সেই সঙ্গে রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে বিশ্বমানের দৃঢ়তা।
- রাসায়নিক যৌগ সম্পর্কিত পণ্য ও প্রক্রিয়াকরণ, যার মধ্যে রয়েছে এনজাইম, প্রটিন ও এন্টিবায়োটিক ইত্যাদি উৎপাদনে দৃঢ় অতীত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান।
- যে সকল বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান ভারতে অবস্থান করতে চায়, তাদের জন্য ৫০% পর্যন্ত ব্যয় সালিসী।
- পর্যাপ্ত ও বহু-বিচিত্র জেনেটিক প্রোফাইল।
- প্রতিষ্ঠিত জৈব-প্রযুক্তি অবকাঠামো।

জৈব প্রযুক্তি খাতে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদিত।

ভারতের জৈব-প্রযুক্তি শিল্প (২০১৫)

অংশ	রাজস্ব	% অংশীদারি
বায়ো-ফার্মা	৪.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	৬২%
বায়ো-সার্ভিস	১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	১৮%
বায়ো-এগ্রি	১.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	১৫%
বায়ো-ইন্ডাস্ট্রি	২৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	৪%
বায়ো-ইনফর্মেটিক্স	৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	১%

বায়ো ফার্মা	বায়ো-সার্ভিস	বায়ো-এগ্রি	বায়ো-ইন্ডাস্ট্রিয়াল
❑ এপিআই উৎপাদন ❑ বায়ো সিমিলারস ❑ কোষ ও জীন চিকিৎসা ❑ >২৫% প্রবৃদ্ধি ❑ বায়োলজিক্স ➢ মেরিন প্রযুক্তি	❑ ক্লিনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশনস (সিআরও) ✦ চুক্তিবদ্ধ প্রস্তুতকারক (সিএমও)	❑ জীনগতভাবে পরিবর্তিত সব্জি ❑ ট্রান্সজেনিক ধান ✦ উদ্যানতত্ত্ব ➢ জৈব সার	✦ বায়ো-টেক্সটাইল ➢ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ➢ জৈব জ্বালানি

❑ >২৫% প্রবৃদ্ধি ✦ ১৫-২৫% প্রবৃদ্ধি ➢ ১০-১৫% প্রবৃদ্ধি

চিকিৎসা সরঞ্জাম

- ৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ভারতীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম বাজার– জাপান, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার পর এশিয়ায় তৃতীয় বৃহত্তম।
- ২০২৫ সালের মধ্যে ২৫-৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের শিল্পে পরিণত হবে বলে প্রত্যাশিত... যৌগ বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ১৫%।
- বিক্রয়ের প্রায় ৭৫% আমদানি করা হয় (যার ৩০% যুক্তরাষ্ট্র থেকে)
- ভারতে ৭৫০+ চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক রয়েছে– এসএমই ও এমএসএমই (৯০% বার্ষিক আয় ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কম)-র বাজার অংশীদারিত্ব ২৫%।
- বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান– উপভোগ্য, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের উপর ৪০%– ৫০% অংশীদারী, অন্য সকল অংশে ৮০%- ৯০%।
- অনেক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান তাদের প্রস্তুতকরণের স্বকীয়তা বাড়িয়ে চলেছে এবং ভারতে তাদের গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করছে, যার মাধ্যমে ভারতীয় ও বৈশ্বিক উভয় বাজারকেই তারা পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ করতে পারে।

স্থানীয় উৎপাদন

- হরিয়ানা: স্বল্পমূল্যের ভোগ্যপণ্য, দন্ত বিষয়ক সরঞ্জাম
- গুজরাট: স্টেন্ট প্রস্তুতকারক
- কর্নাটক: চিকিৎসা তথ্যপ্রযুক্তি, প্রতিস্থাপন, পিসিআর মেশিন
- তামিলনাড়ু: রোগ নির্ণয়, জটিল লাইফ সাপোর্ট ব্যবস্থা, অফথালমোলজি।
- ভারতীয় উৎপাদনকারীরা স্বল্প খরচে উচ্চমানের যন্ত্রপাতি তৈরি করছে এবং তারা সেসব নির্দিষ্ট অঞ্চলে রপ্তানিও করছে:

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য	রপ্তানী গন্তব্য
হার্ট ভাল্ব	থাইল্যান্ড, কেনিয়া, মায়ানমার
স্বল্প খরচের এসিটি স্ক্যানার	দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া
আল্ট্রাসাউন্ড ও কালার ডপলার	জাপান
ইন্টা-ওকুলার লেন্স	আফ্রিকার দেশসমূহ

চিকিৎসা সরঞ্জাম...২

ভারতীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম শিল্পের বিভিন্ন অংশ:

অংশ	বাজার অংশীদারী
যন্ত্র ও সরঞ্জাম	৩৪%
রোগ নির্ণয় চিত্রসমূহ	৩১%
উপভোগ্য ও প্রতিস্থাপন	১৯%
পেশেন্ট এইড ও অন্যান্য	১৬%

নিয়ন্ত্রণ কাঠামো

- ওষুধ ও প্রসাধনী আইন ১৯৪০-এর আওতায় চিকিৎসা সরঞ্জামসমূহকে "ঔষধ" হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- জানুয়ারি ২০১৫: খসড়া ঔষধ ও প্রসাধনী (সংশোধনী) আইন ২০১৫ প্রকাশিত।
- এপ্রিল ২০১৫: ওষুধ পরিদপ্তর হতে 'খসড়া জাতীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম নীতিমালা ২০১৫' প্রকাশিত হয়, যার দ্বারা চিকিৎসা সরঞ্জাম শিল্পের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্দিষ্ট করা হয়।

প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি:

- ক্রমবর্ধমান আয় সীমা: মাথাপিছু আয় বর্তমানে ১,৫০৮ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০২০ সাল নাগাদ ২,৬৭২ মার্কিন ডলার হবে।
- বয়স্ক জনগোষ্ঠী: ২০৫০ সালের মধ্যে ৬০ বছরের বেশি বয়স্ক জনসংখ্যা ৩০০ মিলিয়ন অতিক্রম করবে বলে আশা করা যায়।
- "নাগরিক রোগ"-এর প্রাদুর্ভাব বেড়ে চলেছে
- সরকারের শ্রেয়তর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি: মাথাপিছু স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় জিডিপি'র ১.০৪% থেকে বেড়ে ২০২০ সাল নাগাদ ২.৫% হবে।

কেন ভারতে প্রস্তুতকৃত?

- চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রস্তুতকরণের উপর স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদিত।
- দৃঢ় আইনী শাসন... ভারত ট্রিপস (টিআরআইপিএস) চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এখানে আছে পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক ও স্বত্ব সুরক্ষা।
- সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে প্রতিযোগিতা আইন।
- **বাজেট ২০১৭-১৮:** চিকিৎসা সরঞ্জাম খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য নতুন আইন করা হবে।

প্রকৌশল এবং গবেষণা ও উন্নয়ন– ইআরডি

- ২০১৬ সালের বৈশ্বিক প্রকৌশল এবং গবেষণা ও উন্নয়ন খাতের মোট ৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৪০% বা ১২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতের হিসাবে যোগ হয়েছে।
- ভারতের প্রকৌশল এবং গবেষণা ও উন্নয়ন বাজার ২০২০ সালের মধ্যে ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছুবে বলে আশা করা যায়।
- ভারতীয় প্রকৌশল এবং গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো যেসব পরিষেবা দিয়ে থাকে:
  - গ্রাহককে গবেষণায় সহায়তা করে।
  - নতুন বাজারে প্রবেশ নিশ্চিত করে (এসবিএম)।
  - উদীয়মান বাজারের জন্য পণ্যের নকশা প্রণয়ন করে (পরিমিত প্রযুক্তি)।
  - বিদ্যমান নকশায় উদ্ভাবন যোগ করা যাতে তা বাজারের চাহিদা ও গ্রাহকের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়।
  - পণ্য প্রস্তুতে আগাগোড়া সহায়তা।

- ভারতের ৪০০-র বেশি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রকৌশল এবং গবেষণা ও উন্নয়ন সেবা প্রদান করছে।
- ভারতে পরিষেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০০,০০০-এর বেশী প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ দিয়েছে।
- গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ভারতের পরিষেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান ৩.৫% বিনিয়োগ করে।
- বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ভারত-কেন্দ্রীক প্রকৌশল এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রগুলি ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সাশ্রয় করেছে।

ই-কমার্স

- ভারতের ই-কমার্স ব্যবসায়ের মূল্য ২০১৬ সালে ছিল ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার... ২০২০ সাল নাগাদ তা বেড়ে গিয়ে হবে ৭০ থেকে ৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- ভারতে বর্তমানে ৭০ মিলিয়ন প্রতিষ্ঠান অনলাইনে কেনাকাটা সুবিধা দেয়... ২০১৭ সালের শেষ নাগাদ এই সংখ্যা ১০০ মিলিয়নে উন্নীত হবে।
- ই-কমার্সের ৬৩% পর্যটন সংক্রান্ত (টিকেট, হোটেল ভাড়া ইত্যাদি)
- ই-টেইল ব্যবসায় ২৯%
- মোবাইল ফোন/ডিটিএইচ রিচার্জ খাতে দিনে এক মিলিয়ন লেনদেন পরিলক্ষিত হয়।
- ই-কমার্সে কেনাকাটার তালিকায় ইলেক্ট্রনিক্স ও পোশাক-পরিচ্ছদ হলো সবচেয়ে পছন্দের পণ্য।

- ভারতের নেতৃস্থানীয় ই-কমার্স কোম্পানীগুলি হলো– ফ্লিপকার্ট (৪৫% অংশীদারী), স্ন্যাপডিল (২৬%), এমাজন (১২%), পে-টিএম (৭%) এবং অন্যান্য (১০%)।

- অর্থায়নের ধরণ: পণ্য বুঝে নিয়ে নগদ প্রদান (৭৬%), ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে (১০%), ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে (৭%), নেট ব্যাংকিং (৫%), অন্যান্য (২%)।

সহায়ক নীতিমালা:

- ব্যবসার সাথে ব্যবসা (বিটুবি) ই-কমার্সে স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদিত।
- নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গ্রাহকের সাথে ব্যবসা/খুচরা ব্যবসায় সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ অনুমোদিত:
  - একক ব্র্যান্ড সংস্থাগুলি ই-কমার্স কার্যক্রমের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত।
  - উৎপাদনকারীরা ই-কমার্সের মাধ্যমে বিক্রি করার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত।

ই-কমার্সের চালকসমূহ:

- তারুণ্যনির্ভর জনমিতি: ভারতীয়দের মধ্যে অনলাইনে কেনাকাটাকারীদের ৯০% ৮-৩৫ বছর বয়ঃসীমার অর্ন্তভুক্ত।
- গ্রাহকদের লিঙ্গ: ৬৫% পুরুষ ও ৩৫% নারী।
- ব্রডব্যান্ড ও থ্রি-জি সংযোগের ক্রমবৃদ্ধি।
- জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়া ও এককালীন রোজগার ও ব্যস্ত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গতিশীলতা।
- নগরায়ণ ৩১% থেকে ৪০% পর্যন্ত বৃদ্ধি।
- একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি।

মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি ই-কমার্স শিল্পের বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

- বিশ্বব্যাংকের মতে, "ব্রডব্যান্ড সংযোগে ২০% বৃদ্ধি জিডিপি'তে ১.৩৮% বৃদ্ধি ঘটাতে পারে।"
- ২০১৭ সালের মধ্যে ভারতের ইন্টারনেটকেন্দ্রীক অর্থনীতির মূল্যমান ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছোবে।
- ২০১৬ সালের তথ্য:
  - ১ বিলিয়ন+ সচল মোবাইল ফোন সংযোগ
  - ৪০২ মিলিয়ন+ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী
  - ৩০০ মিলিয়ন+ স্মার্টফোন ব্যবহারকারী

খুচরো

বাজারের আকৃতি: ভারতের খুচরো বাজার (পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত)-এর আকৃতি ৬০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের... ২০২০ সালের মধ্যে এক ট্রিলিয়নের উপরে চলে যাবে বলে আশা করা যায়।

পরিকল্পিত খুচরো আজকের তারিখে ৮% এ দাঁড়িয়েছে ... ২০২০ সালের মধ্যে যা ১৫-১৭% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

প্রবৃদ্ধির চালক:

- অনুকূলক জনমিতি
- ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ
- একক/ ক্ষুদ্র পরিবার
- ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি
- ব্র্যান্ডের পণ্যের চাহিদার ক্রমশ বৃদ্ধি; এবং
- ঊর্ধ্বমুখী উচ্চাকাঙ্ক্ষা

বহু ব্র্যান্ডের খুচরো বাজার:

- (সরকারি পথে) ৫১% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদিত
- ন্যূনতম সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ: ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রথম কিস্তির সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ৩ বছরের মধ্যে এর ৫০% অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো নির্মাণ খাতে বিনিয়োগ করতে হবে।
- অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো: প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদন, বিতরণ, নকশা উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ, মোড়কজাতকরণ, রসদ, গুদাম এবং কৃষি বিপণন পণ্য অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ।
- জমি ক্রয় ও ভাড়া পরিশোধে বিনিয়োগ "ব্যাক এন্ড" হিসেবে পরিগণিত হবে না।
- অন্তত ৩০% স্থানীয় সংগ্রহ হতে হবে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ হতে (১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে)।

নগদ ক্রয় / পাইকারি:

- স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ;
- ব্র্যান্ড-এর মালিকসমূহ পাইকারি কেনাবেচা করতে পারবে।

শুল্ক মুক্ত:

- কাস্টমস বন্ডেড এলাকায় অবস্থিত ও কার্যক্রম চালানো শুল্ক মুক্ত দোকানসমূহে স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ।

একক ব্র্যান্ড খুচরো বিক্রয়:

- সরকারি পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ।
- স্থানীয় বাজার হতে ৩০% সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক। প্রথম বিক্রয়কেন্দ্র চালু করার পর থেকে ৫ বছরের মধ্যে চাহিদা পূরণ করতে হবে।
- উচ্চ প্রযুক্তির পণ্যের জন্য (যেমন এপল পণ্যসমূহ) "বাধ্যতামূলকভাবে স্থানীয় বাজার হতে ৩০% সংগ্রহ করা"র শর্ত শিথিলযোগ্য, সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে।
- একক ব্র্যান্ড খুচরো ব্যবসায়ীরা ই-কমার্স কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

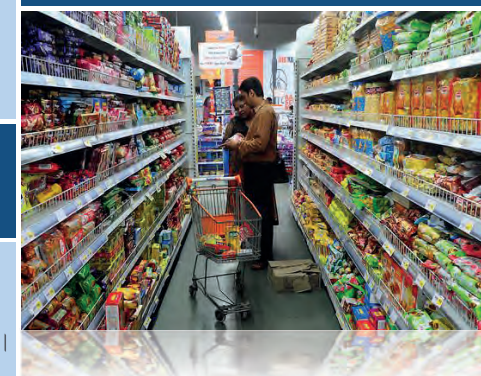

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

- ভারতের খাদ্য বাজারের আকৃতি ১৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- প্রক্রিয়াজাত খাবারের বাজার ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি।
- স্বল্প মাত্রার খাদ্র প্রক্রিয়া করণ: ১০%-এর কম।
  - ফল ও সবজি– ২%
  - হাঁস-মুরগী– ৬%
  - সামুদ্রিক/ মাছ– ৮%
  - দুধ– ৩৫%
- ভারতে আবাদী জমির পরিমাণ ১৮৪ মিলিয়ন হেক্টর, ২০টি কৃষি-জলবায়ু অঞ্চল এবং বিশ্বব্যাপী প্রাপ্ত ৬০ ধরণের ভূমি বৈশিষ্ট্যের ৪৬টি ধরন ভারতে দেখা যায়।
  - বাৎসরিক ১৫৫.৫ মিলিয়ন টন উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে বিশ্বের ১ নম্বর দুগ্ধ উৎপাদনকারী দেশ।
  - দ্বিতীয় বৃহত্তম ফল ও সবজি উৎপাদনকারী– ২৫৪ মিলিয়ন টন।
  - ৩য় বৃহত্তম শস্য ও মৎস্য উৎপাদনকারী।
  - বৃহত্তম গবাদিপশু পালনকারী– ৫১২ মিলিয়ন।
- প্রবৃদ্ধির চালক: বৃহৎ কাঁচামাল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, ১ বিলিয়নের বেশি গ্রাহক, খাদ্য আমদানীকারক দেশগুলোর কাছাকাছি অবস্থান।

২০১২ সালের এক গবেষণা (২০১৪ সালের পাইকারি মূল্য নির্ধারণে সমন্বয়কৃত) হতে প্রাপ্ত হিসাব মতে, প্রধান কৃষি উৎপাদনসমূহের শস্য আহরণ ও আহরণ-পরবর্তী বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ ৯২,৬৫১ কোটি রুপি বা ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা:

- ৪২টি বৃহৎ ফুড পার্ক (খাদ্য উদ্যান)
- ১৩৮টি কোল্ড চেইন প্রকল্প
- ৬০টি আধুনিক কসাইখানা

জৈব খাদ্যের বাজার:

- খুবই অগোছালো।
- প্রধান পণ্যগুলি হলো ডাল ও খাদ্যশস্য।
- বাৎসরিক ২৫-৩০% প্রবৃদ্ধি।
- বর্তমান বাজারের আকৃতি ৩৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার... ২০২০ সালের মধ্যে ১.৩৬ বিলিয়ন পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রাক্কলন।
- ১২টি রাজ্যের ৪.৭২ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে চাষ হয়ে থাকে।
- সরকার ২০১৮ সালের মধ্যে আরও ২০০,০০০ হেক্টর জমি জৈব কৃষির আওতায় আনার পরিকল্পনা করেছে।
- সিকিম ভারতের প্রথম ১০০% জৈব খাদ্য প্রস্তুতকারক রাজ্য।

খাদ্য মানচিত্র গঠন

- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রণালয় ইয়েস ব্যাংকের সঙ্গে যৌথভাবে ভারতের খাদ্য মানচিত্র প্রকাশ করে।
- ফল ও সবজি'র সহজলভ্যতার বিস্তারিত বর্ণনার পাশাপাশি এই খাদ্য মানচিত্রে সকল প্রধান কৃষি পণ্যের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করা আছে– খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, ফল ও সবজি, মাংস, হাসমুরগী, মাছ ও দুগ্ধজাত পণ্য।
- বাৎসরিক খাদ্য অপচয়ের সারণী, প্রধান পচনযোগ্য পণ্যের বিপরীতে বর্তমান খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মাত্রা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে প্রদেশওয়ারি অংশগ্রহণ এই মানচিত্রে সংযুক্ত আছে।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ...২

সহায়ক নীতিমালা:

জাতীয় কৃষি বিপণন- ই কমার্স প্লাটফর্ম চালু।

- কৃষকদের জন্য ই কমার্স প্লাটফর্ম, যেখানে তারা ভারতের যেকোনো পাইকারী বাজারের নিবন্ধিত বণিকের নিকট পণ্য বিক্রি করতে পারবেন।
- এই প্লাটফর্ম চালু করা হয় ২০১৬ সালের ১৪ এপ্রিল এবং বর্তমানে এতে ৮টি রাজ্যের ২১টি পাইকারি বাজার সংযুক্ত আছে।
- ২০১৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে আরও ৫৮৫টি পাইকারি বাজার সংযুক্ত হবে।
- আশা করা যায় এই প্লাটফর্ম ক্ষুদ্র চাষীদের উপকারে আসবে।
- www.enam.gov.in

বৃহৎ খাদ্য উদ্যান প্রকল্প (এমএফপিএস)

- এমএফপিএস হলো খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য আধুনিক অবকাঠামো সুবিধা, যেখানে খামার থেকে বাজার পর্যন্ত স্পোক-হাব মডেলের মূল্য ব্যবস্থাপনা যুক্ত থাকবে।
- একেকটি এমএফপিএস ৫০ একর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এতে ৩০ থেকে ৩৫টি ইউনিট যুক্ত থাকবে, যেখানে বিনিয়োগ হবে ২৫০ কোটি রুপি বা ৩৭.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- সহায়ক অনুদান হিসেবে, সাধারণ এলাকাসমূহে যথাযথ প্রকল্প ব্যয়ের ৫০% এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল ও জটিল এলাকাসমূহে সর্বোচ্চ ৭৫% পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে, যা টাকার অংকে প্রকল্প প্রতি সর্বোচ্চ ৫০ কোটি রুপি বা ৭.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- ৪২টি এমএফপিএস অনুমোদিত, যাদের মধ্যে ৫টির কার্যক্রম চলছে।

হিমাগার ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সিসিএস)

- সহায়ক অনুদান হিসেবে, সাধারণ এলাকায় মোট প্রকল্প ও যন্ত্রাদি ব্যয়ের এবং কারিগরি নির্মাণকাজের ৫০% এবং জটিল এলাকাসমূহে সর্বোচ্চ ৭৫% পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে, যা টাকার অংকে প্রকল্প প্রতি সর্বোচ্চ ১০ কোটি রুপি।

এফডিআই নীতিমালা ও নির্বাচিত প্রণোদনার তালিকা:

- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং ফুড পার্ক, মদ চোলাই ও পাতনের ভাটি, হিমাগার ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য গুদামজাতকরণ ইত্যাদি ধরনের খাদ্য অবকাঠামোতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদিত।
- ভারতের অভ্যন্তরে উৎপন্ন ও উৎপাদিত খাদ্য পণ্য বাজারজাতকরণে সরকারি ব্যবস্থায় ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদিত।
- খাদ্য পণ্যের জন্য হিমাগার ব্যবস্থা বা গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনের উপর ১৫০% কর্তন অনুমোদিত।
- মধু ও মোম আহরণের নিমিত্তে মৌমাছি চাষে ১০০% কর্তন অনুমোদিত।
- প্রথম ৫ বছরের পরিচালনার উপর ১০০% কর ছাড়, এবং পরবর্তীতে ২৫% মুনাফার উপর থেকে কর ছাড়। এই সুবিধা ১০ বছর পর্যন্ত উপভোগ করা যাবে।
- হিমাগার স্থাপনের যন্ত্রপাতি আমদানিতে অথবা কৃষিপণ্য, মৌচাষ, উদ্যানকৃষি, দুগ্ধজাতীয় পণ্য, হাসমুরগী, মৎস্য ও মাংস জাতীয় পণ্য সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াকরণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আমদানিতে কোন আবগারি শুল্ক লাগবে না।
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কাজে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের আমদানিতে কাস্টমস শুল্ক ৫%।

পর্যটন ও আতিথেয়তা

- আন্তর্জাতিক পর্যটক উপস্থিতির বিচারে ভারতের অবস্থান বিশ্বে ৪০তম (ইউএনডাব্লিউটিও ব্যারোমিটার– মে ২০১৬)
- মোট কর্মসংস্থানে পর্যটন খাত ১২.৩৬% অবদান রাখে।
- ২০১৫ সালে পর্যটন খাত থেকে আয়: ১৯.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- মোট বিদেশী পর্যটকের আগমন: ৮ মিলিয়ন, +৪.৪%
- অঞ্চলভেদে ভারতে পর্যটক আসে:
  - পশ্চিম - ৩০.৬%
  - দক্ষিণ – ২৯.১%
  - উত্তর – ২৮.৪%
  - পূর্ব – ১১.৪%
  - উত্তর-পূর্ব – ০.৫%

পর্যটন অনুসন্ধান

- বর্তমানে এটি ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার... ২০২০ সালের মধ্যে ৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছুনোর আশাবাদ
- হৃদপিণ্ডে বাইপাস, হৃদপিণ্ডের ভাল্ব প্রতিস্থাপন, এনজিওপ্লাস্টি, নিতম্ব প্রতিস্থাপন, হাঁটু প্রতিস্থাপন, মেরুদণ্ডের পরিবর্তন ইত্যাদি ধরণের শল্যচিকিৎসা মানসম্পন্ন ও সাশ্রয়ী খরচে করানোর জন্য ভারত বিশ্বব্যাপী সুপ্রসিদ্ধ।
- বিশ্বমানের আতিথেয়তা অবকাঠামো।

সহায়ক নীতিমালা:

Incredible India

- হোটেল ও পর্যটন সম্পর্কিত শিল্পকে একটি বিশেষ অগ্রগণ্য শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই খাতে স্বয়ংক্রিয় পথে ১০০% সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদন করা হয়েছে।
- আয়কর আইনের ৩৫/এডি ধারার আওতায় ভারতের যেকোনো স্থানে ২ তারকা বা তার চেয়ে উচ্চ মানের নতুন হোটেল স্থাপনের জন্য বিনিয়োগ সম্পর্কিত কর প্রসারণ প্রণোদনা।
- রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট (সিআরই) হতে হোটেল প্রকল্পের ঋণ বিযুক্ত করেছে, যার দ্বারা হোটেল প্রকল্পসমূহ সহজ শর্তে ও হ্রাসকৃত সুদের হারে ঋণ সুবিধা নিতে পারবে।
- অর্থ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত দুই ধরনের হোটেলকে "অবকাঠামো উপ-শাখার সংগতিপূর্ণ তালিকা"য় সংযুক্ত করেছে:
  - তিন তারকা বিশিষ্ট বা তার চেয়ে উচ্চ মানের শ্রেণীবদ্ধ হোটেল, যেগুলি ১ মিলিয়নের বেশি জনবসতির শহরের বাইরে অবস্থিত।
  - একেকটি ২০০ কোটি রুপি (৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)-এর বেশি ব্যয়ে ভারতের যে-কোনো স্থানে নির্মিত হোটেল, যা যে-কোনো তারকা রেটিংয়ের হতে পারে।
- ১৫০টি দেশের জন্য ই-ভিসা কার্যক্রম প্রসারিত।

অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগের যোগাযোগের তালিকা:

মি. কে. নাগরাজ নাইডু	যুগ্ম-সচিব	jsed@mea.gov.in
মিসেস প্রিয়া নাইডু (আমেরিকা/ক্যারিবিয়ান/আসিয়ান)	পরিচালক	dired@mea.gov.in
মি. গৌতম ওয়াহি (ইউরোপ/সিআইএস/রাশিয়া)	উপ-সচিব	dsed2@mea.gov.in
মি. রাজেশ পরিহর (উত্তর এশিয়া/ উপসাগরীয়)	সহকারী-সচিব	used1@mea.gov.in
মি. আকাশ গুপ্তা (আফ্রিকা/অস্ট্রেলিয়া/ নিউজিল্যান্ড)	সহকারী-সচিব	used2@mea.gov.in
মি. অরুন কুমার সিংহ (দক্ষিণ এশিয়া)	সহকারী-সচিব	used4@mea.gov.in
মি. বিনয় কুমার (শক্তি)	উপদেষ্ঠা, প্রযুক্তি	taed@mea.gov.in

ঠিকানা:

অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ
পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রণালয়
জওহরলাল নেহরু ভবন
জনপথ সড়ক, নয়াদিল্লি ১১০০০১

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা, যোগাযোগের তালিকা:

দীব্বানজন রায়	প্রথম সচিব ও রেলওয়ে পরামর্শক	ra@hcidhaka.gov.in/ra.dhaka@mea.gov.in
জীনা উইকে	প্রথম সচিব (অর্থনীতি)	eco@hcidhaka.gov.in/eco.dhaka@mea.gov.in
শিশির কোঠারি	দ্বিতীয় সচিব (বানিজ্য)	fscom@hcidhaka.gov.in/com1.dhaka@mea.gov.in

ঠিকানা:

ভারতীয় হাই কমিশন
নিউ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স
৩-১ নং, জাতিসংঘ সড়ক
বারিধারা

অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভাগ
পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রণালয়
জওহরলাল নেহরু ভবন
জনপথ সড়ক, নয়াদিল্লি ১১০০০১

ভারতীয় হাই কমিশন
নিউ স্যান্সারি কমপ্লেক্স
৩-১ নং, জাতিসংঘ সড়ক
বারিধারা